রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত

ষষ্ঠ সংস্করণ

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।)

কলিকাতা।

এল্ম্ প্রেস, ২৯, বিডন ষ্ট্রীট।

মূল্য ১॥৹ টাকা মাত্র।

স্বদেশপ্রিয়, অমায়িক, উদারচরিত্র,

জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ!

এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় যখন ক্লান্ত হই, বহুদূরে, প্রবাসে, জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহ্যাড়ম্বরে যখন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্ম্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম, অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তি লাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, একথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই, ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই, এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে! এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত, অনাদৃত!

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম ও প্রিয়তম সুহৃদ্! ত্রিংশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অদ্য সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিল।

ত্রিপুরা,
১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহেরিয়া।

भवः कम्पमिव जनयता चरणाघातेन, कर्णाकृष्टज्यानाञ्च
मदकलकुरर-कामिनी-कण्ठकूजितकल्पेन
शरनिकरवर्षिणां धनुषां निनादेन * *
प्रचलितमिव तदरण्यमभवत्।

कादम्बरी।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্যমহলনামক পর্ব্বতদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইল। একটী উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত, দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকাকে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের

মন্দ মন্দ বায়ু-হিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশিরবিন্দু মুক্তাসৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষীগণ ডালে ডালে গান করিতেছে, এবং সেই দুর্গ প্রাচীর হইতে যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত ও উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবস্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঝনঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে সেই অশ্বারোহিগণ সেই দুর্গের পর্ব্বত অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শাণিত বর্শা-ফলক সূর্য্যকিরণে ঝকমক্ করিতে লাগিল, অশ্বক্ষুরাহত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। অচিরে অশ্বারোহিগণ পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটী বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অদ্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত প্রারম্ভে বাৎসরিক মৃগয়ার দিন। অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরি-গণিত হইবে, সুতরাং সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বা-রোহী সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। যোদ্ধা দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত, এবং দুর্জ্জয়-সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

দুর্গ হইতে অধিরোহণ করিয়া অশ্বারোহিগণ একটী নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক জন পাইককে পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইয়াছিল। পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু যোদ্ধাগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বনপুষ্প বা দূর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। কখন পর্ব্বত ও শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর ঝর্ণার পার্শ্ব দিয়া, কখন ঝোপের নিকট দিয়া, যোদ্ধাগণ নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যোদ্ধাগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্ব্বিত, সকলই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসায় রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া যোদ্ধাগণ একটী প্রান্তরে পড়িলেন; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটী পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষাবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ঐ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?

অমাত্য বলিলেন—হাঁ। এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।

দুর্জ্জয়। ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্ষাচালন অপেক্ষা লাঙ্গল চালনেই অধিক তৎপর!

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আর একজন যোদ্ধা কহিলেন—ভূমিয়া দুর্গ রক্ষা হইতে ভূমি রক্ষায় অধিক তৎপর। যোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হয়েন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষানুক্রমে তাহার সন্তানসন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।

অমাত্য। ইন্দুর মৃত্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য! পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যোদ্ধাগণ অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ব্ব বৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর তীর, শান্ত শব্দশূন্য প্রান্তর, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু কোনও বনচর পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটীও পশু দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যোদ্ধাগণ ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অদ্য বন কি বরাহশূন্য? একটী মৃগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্য-

মংলের অমঙ্গলের জন্য? এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—বন্ধুগণ! আমাদের অশ্ব শ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও শ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আর বৃথা অন্বেষণ আবশ্যক নাই; চল, অশ্বগণকে বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি। পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটা বরাহ লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না। সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটী নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটী অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্র-পুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটা সুবর্ণরেখার ন্যায় ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবায় সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। এরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটা শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটী বনবিহঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে, এবং অদূরে একটা নির্ঝরিণীর সুন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে। শ্রান্ত যোদ্ধাগণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল, যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসারস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণা-বাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধাগণ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সেই শ্যামল দূর্ব্বা-

দলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রমদূর করিয়া নিঝরের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু ফল মূলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধাগণ আনন্দে তাহা আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সাহসী যোদ্ধাদিগকে "দোনা," অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন, তাঁহারাও এই সম্মানচিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল। পূর্ব্বঘটনার, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধাগণ দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন, সালুম্‌ব্রাপতির প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার প্রদেশের বড় শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন। মাড়ওয়ার,অম্বর, বিকানীর ও বুন্দির রাজগণ ম্লেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্রমণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণদান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জ্জয়সিংহ একথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—আট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আকবরসাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালুম্‌ব্রাপতি সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই। চারণদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধাগণকে শুনাও, চন্দাওয়ৎকুল কিরূপে যুদ্ধ করে একবার শ্রবণ করি।

আহেরিয়ার দিনে চারণদেব অনুপস্থিত থাকেন না। দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারণদেব সাহীদাসের বারত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন। চিতোর ধ্বংসের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, চারণদেবের গীত শুনিতে শুনিতে সেদিনকার কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত।

"যোদ্ধাগণ! আপনারা সেদিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ সালুম্ব্রাপতির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তিনি সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎদিগের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সেদিন ত্যাগ করেন নাই, সেই সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুল ত্যাগ করে নাই।

"বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয় সাগরের ক্ষিপ্ত তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের অগণ্য সৈন্য সেইরূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, ভীষণ রবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎরেখায় আহত হইয়া বার বার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে লেলিহমান অগ্নিজিহ্বা আকাশপথে আরোহণ করে তাহা দেখিয়াছ। তুর্কীদিগের সৈন্য সেইরূপ দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইরূপ বার বার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল। চন্দাওয়ৎ অল্পসংখ্যক, কিন্তু চন্দাওয়ৎ হীনবল নহে, বার বার ভীষণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করিল, সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎ সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুম্ব্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

"বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কীদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বজ্রনাদে আক্রমণ করিল। চন্দাওয়ৎকুল অসুরবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত

হইল, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল প্রতিহত হইল না। সাহীদাস তখনও একাকী শত্রুর সহিত যুঝিতেছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্য হৃদয়ের শেষ রক্ত-বিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ সাহীদিগের রক্ষার্থ যুঝিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধাগণ! দুর্জ্জয়সিংহের ললাটে তুর্কীয় খড়্গ-অঙ্ক এখনও দেখিতে পাইতেছ, চন্দাওয়ৎকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করেন নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওয়ৎকুলের রণস্থল, চন্দাওয়ৎকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সাহীদাসপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।"

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওয়ৎ যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কার-নাদে বন পরিপূরিত করিলেন। তন্মধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন—যোদ্ধাগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদ্‌রাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরিচিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ গত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।

ভীষণনাদে শত যোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে শব্দ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল! দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন—চারণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায় মৃগয়ায় যাইব, একটা আহেরিয়ার গীত শুনাও, যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া নিষ্ফল না হয়। চারণদেব পুনরায় বীণা

লইলেন, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত।

"যোদ্ধাগণ! আট বৎসর হইল দিল্লীশ্বর চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশোদিয়ার এই প্রথম বিবাদ নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আল্লাউদ্দীন আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন; কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি, চিতোর তুর্কী হস্তে কতদিন থাকে? সেবার হামির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন; এবার প্রতাপসিংহ লইবেন। হামিরের জন্মকথা শ্রবণ কর, আহেরিয়ার একটী গীত শ্রবণ কর।

'লক্ষণসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ।' যুবরাজ উরুসিংহ দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণদান করেন, তাহা শিশোদিয়ার মধ্যে কোন্ বীর না জানেন? চিতোর আক্রমণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই উরুসিংহ একদিন আহেরিয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, শত যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"আন্দাওয়া কানন যুবকদিগের বীরনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, তাঁহারা একটী বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। পর্ব্বত ও নির্ঝর উত্তীর্ণ হইয়া বরাহ ধাবমান হইল, মহানাদে যোদ্ধাগণ ধাবমান হইলেন। আহেরিয়ার তুল্য রাজপুতের আর কি আনন্দ আছে?

"অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকাইল, শস্য দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, বরাহ আর দেখা গেল না। একজন মাত্র দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শস্য রক্ষা করিতেছিলেন। রমণী বীরদিগের নৈরাশ দেখিয়া বলিলেন—সম্বরণ করুন, আমি বরাহ শস্যক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতেছি।

"এ কি মানুষী না নগবালা মহিষমর্দ্দিনী? নারী-বাহুতে কি এ বল সম্ভবে? নারী-হৃদয়ে কি এ বীর্য্য সম্ভবে? রমণী একটী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহার

অগ্রভাগ সূচির ন্যায় শাণিত করিলেন, সেই অপূর্ব্ব বর্শা দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধাদিগের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। বিস্মিত যোদ্ধাগণ বাক্যশূন্য হইয়া রহিলেন।

"বরাহ রন্ধন করিয়া যোদ্ধাগণ আহারে বসিয়াছেন, সহসা পার্শ্বস্থ একটী অশ্বের আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন অশ্বের একটা পদ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া পক্ষী তাড়াইতেছিলেন, তাহার এক টুকরা মৃত্তিকা অশ্বপদে লাগিয়া অশ্ব আহত ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল!

"যোদ্ধাগণ আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র লইয়া যাইতেছেন, ও দুই হস্তে দুইটী দুর্দ্দমনীয় মহিষকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিস্মিত উরুসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্ব-ধাবন করিতে বলিলেন। অশ্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে, রমণী বুঝিতে পারিলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, দুগ্ধ মস্তক হইতে না নামাইয়া, কেবল একটী মহিষকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূমিসাৎ হইল।

"উরুসিংহ অনুসন্ধানে জানিলেন যে, সে কুমারী চোহানজাতির চন্দান-বংশের এক দরিদ্র লোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই কন্যার পুত্র বীরচূড়ামণি হামির। আল্লাউদ্দীন যখন চিতোর অধিকার করেন, তখন যুবরাজ উরুসিংহ প্রথমে জীবনদান করেন, পরে তাঁহার পিতা রাণা লক্ষ্মণসিংহ প্রাণদান করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হামির তখন মাতার সহিত মাতুলালয়েই ছিলেন; বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হামির চিতোর উদ্ধার করিলেন।

"বীরগণ! উরুসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ায় বহিষ্কৃত হইয়াছেন, সকলে দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ কর। আহেরিয়ায় সফল হও—পুনরায় চিতোর উদ্ধারেও সফল হইবে।"

লম্ফ দিয়া যোদ্ধাগণ অশ্বে আরোহণ করিলেন, তীরবেগে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। এবার যোদ্ধাগণ নিরাশ হইলেন না, তিন চারি দণ্ড বন অন্বেষণ করিতে করিতে একটা ঝোপের ভিতর একটা প্রকাণ্ড বরাহ দেখা গেল। বরাহের বৃহৎ আকৃতি ও অসাধারণ বল দেখিয়া আরোহিদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বরাহও যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইল। মহা-উল্লাসে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সে উল্লাস বর্ণনা করা যায় না। বরাহ যেদিকে পলাইল, অশ্বারোহিগণ বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। অশ্বগণ যেন সেই ভূখণ্ড পদভরে কাঁপাইয়া ছুটিল, পথের মধ্যে উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্ব্বততরঙ্গিণী লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিল, কণ্টকময় ঝোপ বা বৃক্ষ অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল। আরোহিদিগের জ্বলন্ত নয়ন সেই বরাহের দিকে স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উন্নত দক্ষিণ হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে ও উৎসাহে উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বরাহ ক্ষণেক দৌড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহিগণ নিকটে আসিতেছে। একবার স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে শত বর্শার শাণিত ফলা দেখিয়া সম্মুখরণচিন্তা ত্যাগ করিল, লম্ফ দিয়া একটা নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমেষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। উচ্চ শব্দ করিয়া বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন,

কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, বাহির হইবে না। কেহ কেহ প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা সেই বিস্তীর্ণ ঝোপের কোন অংশে পত্রের শব্দ শুনিয়া অনুমান করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন। অনেকক্ষণ সময় নষ্ট হইল, অনেক উদ্যম ব্যর্থ হইল, বরাহ ঝোপ হইতে বাহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—বন্ধুগণ, আর এরূপ বৃথা উদ্যমে আবশ্যক কি? দেখ সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক্ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।

যোদ্ধাগণ ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণহস্তে বর্ষা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্য সকলে সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহিদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল; বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষমধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুনরায় ভূমি ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন,

বায়ুবেগে কণ্টক ও তরঙ্গিণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহানাদে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্ষা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে, বরাহ অনুসন্ধান করিতেছেন।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর ফেণময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত যোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায়ই বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহও রুষ্ট হইল। অদ্য এক প্রহর কাল জঙ্গল হইতে জঙ্গলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ নয়নে তাহার পশ্চাধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় গতিতে বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমান কেশ সরাইলেন, তীব্রদৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পমান বর্ষা

ছাড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্ষা ব্যর্থ হইল, একটা বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি তুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত-মনে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটা বর্ষা আসিল, বরাহের মুখের উপর লাগাতে দন্ত চূর্ণ হইয়া রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু তুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল, রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে তুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহ।

तदारभ्याहं किरातकृतसंसर्गो बन्धुकुलमुत्सृज्य

* * अस्मिन् कानने दूरीकृतकलङ्को वसामि।

दशकुमारचरितम्।

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, দুর্জ্জয়সিংহ হস্তনিক্ষিপ্ত বর্ষা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা হইল—এইরূপ শত চিন্তা দুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে, তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন—আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা।

রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদ্‌কালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।

সামান্য পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া দুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

যুবক বলিলেন—পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।

দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীর-গম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা কেবল আট বৎসর পূর্ব্বে এক-জনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন এইস্থানে বিদায় হইলাম।

দুর্জ্জয়সিংহ আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড়

বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশব্দে যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

তাহার পর যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় একক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন, এই পথের মধ্যে দুইজনের একটী কথাও হইল না। দুর্জ্জয়সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন, এবং একটী পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোকদ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গহ্বরে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জ্জয়সিংহ আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য এই গুহায় আনিয়াছে, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জ্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন কিজন্য? দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না;

কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটী ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, তুর্জ্জয়-সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী তুর্জ্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিল তুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন, সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি, অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহার পাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি, ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল—প্রভু রাজপুত ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওয়ৎকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এই জন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।

তুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অস্পৃষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন—আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; আপনার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করা হইয়াছে।

তুর্জ্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক

ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটী আজ্ঞা দিলে, একটী ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত। রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদ্‌কালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অসংখ্য অসভ্য যোদ্ধাদিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল। তিনি এই পর্ব্বতগুহার মধ্যে একাকী ও নিরস্ত্র, তাঁহার চারিদিকে শত যোদ্ধা বেষ্টন করিয়া আছে, সকলে তীক্ষ্ণনয়নে অপরিচিত রাজপুতের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ! দুর্জ্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুতের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল ও স্থির নয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

যুবক দুর্জ্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন, শ্রান্তির সময় আপন আবাসস্থলে আহ্বান করিলেন কেন, ফলমূল ও আহারীয় দান করিলেন কেন, এই বহুসংখ্যক ধনুর্দ্ধর ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জ্জয়সিংহ কিজন্য মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদ্‌গ্রস্ত উন্নতবংশীয় রাজপুত হইবেন। স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অত রাজপুতধর্ম্ম অনুসারে দুর্জ্জয়-

সিংহের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কেন তাহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জ্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু যখন সেই উন্নতকলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অল্পভাষী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আহবক্ষেত্রে শত শত্রু মধ্যে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কি জন্য সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুম্ব্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের দিকে কিজন্য তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—যুবক! এই পর্যান্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জ্জয়। তথাপি এ ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, যেরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন বাঞ্ছা নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ চকিত হইলেন! যুবক কি পূর্ব্বকথা জানেন?

অদ্য কি এই শত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিফল লইবেন? সভয়ে সেই ভীলযোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত! সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট! দুর্জ্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল; এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন, —অদ্যই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জ্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।

যুবক। যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে।

দুর্জ্জয়। আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য যোদ্ধা-দ্বারা দুর্জ্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলকসিংহের সহিত আমার বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সম্মুখ-সমরে তাঁহার সূর্য্যমহল দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছি, এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র।

যুবক। সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়া-ছিলেন। আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই।

একেবারে শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় এই কথায় দুর্জ্জয়সিংহকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মস্তক হইতে পদ

পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশকাল বিস্মৃত হইয়া লম্ফ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধনুকে তীর সংযোজনা করিল। অপরিচিত যুবক বামহস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণ-হস্তে ধীরে ধীরে দুর্জ্জয়সিংহকে শূন্যে উঠাইয়া অসুরবীর্য্যের সহিত দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন!

দুর্জ্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিষ্কম্প। যুবকের কোষে অসি রহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করেন নাই। পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিতস্বরে কহিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন,—অদ্যই সূর্য্যমহলে যাইব।

তখন যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উষ্ণীষ দিয়া নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন ও স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুহা হইতে বাহির হইলেন। এক ক্রোশ দুইজনে পর্ব্বত নামিতে লাগিলেন, একটী কথামাত্র নাই। নৈশ বায়ুতে বৃক্ষপত্র মর্ম্মর শব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দূরস্থ শৃগাল বা বন্যপশুর শব্দ পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সে নৈশ বায়ুতে দুর্জ্জয়সিংহের জ্বলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিস্তব্ধতায় তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না।

এক ক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়নের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান। যুবক এইস্থানে দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত

হইল, কিন্তু তিনি কোন'ও কথা উচ্চারণ না করিয়া সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, এরূপ সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দৌড়াইয়া আসিল, দুর্জ্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গি ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জ্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রিকে ডাকাইলেন। তিনি যুদ্ধে দুর্জ্জয়সিংহের ন্যায় সাহসী, মন্ত্রণায় অতুল্য। দুর্জ্জয়সিংহ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অদ্ধস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের কথা, অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে!

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র?

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র।

প্রধান। বালক তেজসিংহ?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ; কিন্তু সে অদ্য বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রান্ত হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মনুষ্য বাঁচে না, বালকের কথা কি!

দুর্জ্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন তাঁহার মুখ-মণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন? যাহাকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চিনা দুঃসাধ্য।

দুর্জ্জয়। তাঁহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথায় চিনিয়াছি, আরও একটী উপায়ে চিনিয়াছি।

প্রধান। সে কি?

দুর্জ্জয়। তিলকের সহিত আমি একবার বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অসুরবীর্য্য মেওয়ারে আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটী বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অসুরবীর্য্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অদ্য কাহারও অসুরবীর্য দেখিয়া দুর্জ্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন,—আরও একটী কথা আছে।

প্রধান। কি?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!

ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন, অদ্য তাঁহার মুখের ভঙ্গি দেখিলে তাঁহার যোদ্ধাগণও চমকিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

পুত্রশোক।

भीरुष्वपि प्रहारिण: प्रीतिपरेष्वपि द्वेषिणो विनीतेष्वपि उद्धता: दयापरेष्वपि निर्द्दया: स्त्रीष्वपि शूरा: भृत्येष्वपि क्रूरा: दीनेष्वपि दारुणा:।

कादम्बरी।

প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যমহলের সৈন্যসামন্ত সসজ্জ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক্ হইতে নবজাত সূর্য্যরশ্মি সৈন্য দিগের বর্ষা, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণের উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল, সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্যদিগের আনন্দরব শুনিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধসজ্জা করিলেন, ও অচিরে অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন। সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

আনন্দময় বসন্তের প্রাতঃকালে সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে বসন্তপক্ষী এখনও গান করিতেছে, শাখা ও পত্র হইতে শিশির-বিন্দু

এখনও সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, প্রভাত-সমীরণ যোদ্ধা-দিগের পতাকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প, নির্ব্বাক্ প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। যোদ্ধাগণ একটী পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সেই পর্ব্বতের উপর সমরবাদ্য ও লোক-কোলাহল শ্রুত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য পর্ব্বতে উড্ডীন পতাকা ও সৈন্যসার দৃষ্ট হইল। অচিরে সৈন্যসার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া একটী বনের মধ্যে প্রবেশ করিল, পর্ব্বত পুনরায় নির্জ্জন, শান্ত, নিস্তব্ধ !

বনের আনন্দময়ী শোভা দেখিয়া অশ্বারোহিদিগের হৃদয় উল্লাসপূর্ণ হইল। নিবিড় বনের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, অথবা দুই এক স্থলে পত্রের ভিতর দিয়া দুই একটী রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহা-দিগের উৎসবগৃহ, আজি উৎসবের দিন! সেই নির্জ্জন ছায়াপূর্ণ বনস্থলী একবার সৈন্যরবে পরিপূরিত হইল, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে সৈন্যকোলাহল প্রতিধ্বনিত হইল। অচিরে সৈন্যগণ বন পার হইয়া যাইল, পুনরায় বন নিজ্জন, নিঃশব্দ, অথবা কেবল বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনীদিগের আনন্দনীয় কলরবে জাগরিত।

বন অতিক্রম করিয়া সৈন্যগণ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক্ক যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলিতেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্প সমুদয় সেই হরিদ্র যবশস্যের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ

হইতে বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

এইরূপে সৈন্যগণ পর্ব্বত, বন ও ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কয়েক ক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইল। সূর্য্যমহল দুর্গের অধীনে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী "বশী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদ্‌কালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার বশ্যতা স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, এবং তাহারা ঐ যোদ্ধার "বশী" অর্থাৎ অধীন নিবাসী হইয়া থাকিত। পূর্ব্ববৎ তাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহে। তাহারা যোদ্ধার দাস, যোদ্ধার ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া বহুকালাবধি সূর্য্যমহলেশ্বরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ সূর্য্যমহল দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তিলকসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, চন্দ্রপুরনিবাসীদিগকে মৃত তিলকসিংহের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বশী প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতেন, সর্ব্বদা অবমাননা

করিতেন, অতিরিক্ত কর চাহিতেন, সময়ে সময়ে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেন। চন্দ্রপুরের বৃদ্ধ সর্দ্দার গোকুলদাস পুত্র কেশবদাসকে সর্ব্বদা কহিত—এ অত্যাচার চির কাল থাকিবে না, তিলক-সিংহের রাজ্য তিলকসিংহের পুত্র অধিকার করিবে, ভগবান করুন, যেন সে দিন শীঘ্র আইসে।

দিন দিন দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে গ্রামের লোক আর সহ্য করিতে পারিল না, পরামর্শ করিতে লাগিল—আমরা কিজন্য দুর্জ্জয়সিংহের দাস হইব? আমাদিগের প্রভু তিলকসিংহ হত হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কি তাঁহার উত্তরা-ধিকারী? পথের দস্যু কি দুর্গের অধীশ্বর? ঐ দস্যুর বিরুদ্ধা-চরণ করিলে কি আমাদের 'স্বামীধর্ম্মের' কোন ক্ষতি আছে? আমাদের 'বাপতা' (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষয় স্বত্ব) আমরা ত দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধি-কারী আসুন, আমরা তাঁহার বশী, অন্য কাহারও নহি।

গ্রামের লোকের মধ্যে এইরূপ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ প্রজাদিগের এই বিদ্রোহ ভাব দেখিয়া আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, প্রজাদিগকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক জনকে নিজ দুর্গে ধরিয়া আনাইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ বিচার করিয়া সমস্ত প্রজার অর্থদণ্ড করিলেন, এবং সর্দ্দার গোকুলদাসের পুত্র কেশবদাসের বিদ্রোহিতা দোষে প্রাণ-দণ্ড করিলেন।

ইহার তিন বৎসর পর অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্য সামন্ত লইয়া এই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে শস্য-ক্ষেত্রের মধ্যে একজন দীর্ঘাকার লোককে দেখিতে পাইলেন।

গোকুলদাসকে চিনিতে পারিয়া সঘৃণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৃদ্ধ শৃগাল, কর দিবার চেষ্টা করিতেছিস, না জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে কুমন্ত্রণা করিতেছিস?

গোকুলদাস সৈন্য দেখিয়া দূরে দণ্ডায়মান ছিল, দুর্গেশ্বর দ্বারা এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর বিরুদ্ধে দাস কি করিবে? ধীরে ধীরে পুত্রহন্তাকে প্রণাম করিল।

পুনরায় দুর্জ্জয়সিংহ কর্কশস্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহের কথায় বৃদ্ধের মুখমণ্ডল উষ্ণ শোণিতে রঞ্জিত হইল, তথাপি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কেবল এই মাত্র বলিল—প্রভু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস নহে।

দুর্জ্জয়। তবে ভীরু শৃগালের বংশে সুমন্ত্রণা অভ্যাস কতদিন হইয়াছে? বশী দাসবংশ সাধু আচরণ কতদিন শিখিয়াছে?

গোকুলদাস। প্রভু, আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বশী বটে, কিন্তু দাসত্বের সহিত এখনও ভীরুতা অভ্যাস করি নাই, আমরা রাজপুত।

অন্যান্য অশ্বারোহিগণ দেখিলেন, নির্ব্বোধ গোকুলদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—রে বৃদ্ধ, পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তথাপি এখনও রাজার প্রতি আচরণ শিখিলি না? দুর্জ্জয়সিংহ এইরূপে দাসকে আচরণ শিখায়। এই বলিয়া ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ পদাঘাত করিয়া বৃদ্ধ গোকুলদাসকে ভূতলশায়ী করিলেন। নির্ব্বাক্ হইয়া সেস্থান হইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল।

শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিল। রাজপুতের পক্ষে এই অসহ্য অবমাননায় একটীও শব্দ উচ্চারণ করিল না,

ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পরে ধীরে ধীরে সেই বিষম অত্যাচারী দুর্জ্জয়সিংহের দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ পর গোকুলদাস কহিল—দুর্জ্জয়সিংহ, তোকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুত্রশোক প্রায় বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সে কথা তুই আজ স্মরণ করিয়া দিলি—একদিন ইহার প্রতিফল দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সালুম্ব্রা ।

শ্রূয়মাণতুরগহ্রেষাস্বনং বাদ্যমানবিস্ময়ঠক্কাস্বনপুষ্করং
*　　　　*　　　　সেনাসন্নিবেশমপশ্যম্ ।

বাসবদত্তা ।

অদ্য সালুম্ব্রার পর্ব্বতদুর্গ কি মনোহররূপ ধারণ করিয়াছে! পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে উড্ডীন হইতেছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দাওয়ৎকুলের যত সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্ব্রায় উপনীত হইয়াছেন; কেহ দ্বিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ সহস্র সৈন্য লইয়া চন্দাওয়ৎকুলাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানীগণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতেছেন, সৈন্যগণ পর্ব্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবিরের উপর হইতে চন্দাওয়ৎ পতাকা উড়িতেছে, শিবিরের

চারিদিক্ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের বিজয়বাদ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদিগের হাস্যধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবিরের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওয়ৎ-পতাকা লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দাওয়ৎ রণবাদ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকায় বা পর্ব্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাওয়ৎ-কুলের রণবাদ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বেই অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পর্ব্বতে, অনেক উপত্যকায়, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহৃদয় স্তম্ভিত করিয়াছে।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাদ্যও শ্রুত হইতেছে। ফাল্গুন মাস হোলীর মাস ; পথে ঘাটে গৃহদ্বারে, নাগরিকাগণ দলে দলে গীত গাহিতেছে, একে অন্যের দিকে আবীর নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্ন বিপদ্ বিস্মৃত হইতেছে। উৎসব দিনের প্রভাবে অদ্য নানারূপ অশ্রাব্য গীতও গীত হইতেছে, নানারূপ কুৎসিত কৌতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কৌতুক, সে আবীর-নিক্ষেপ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলই সমান, সালুম্ব্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতি-বাহনকালে নাগরিকদিগের আবীরে রঞ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হইলেন, নাগরিকদিগের কৌতুকে বিরক্ত হইলেন না। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। অল্পবয়স্ক বালকগণ বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিতেছিল, বৃদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবীর দিয়া করতালি দ্বারা অন্ধকে উপহাস করিতে লাগিল। অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। কৃষ্ণসিংহের

প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও বৃদ্ধগণ পথে পদচারণ করিতে লাগিল, দলে দলে ললনাগণ পথে, ঘাটে, গৃহদ্বারে কামদেবের কমনীয় গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ দরীশালায় অর্থাৎ সভাগৃহে আসিলেন, কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গায়ক চন্দাওয়ৎ কুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভা-গৃহে দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধাগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ মস্তক নত করিয়া মঙ্গলেচ্ছু যোদ্ধাদিগের সম্মান করিলেন।

রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দক্ষিণে ও বামদিকে যোদ্ধাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সকলেরই হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাহাদিগকে বসিবার আদেশ করিলেন, যোদ্ধাগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন, ঢালের সহিত ঢালের সঙ্ঘর্ষণ-শব্দ সেই প্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"বীরগণ! অদ্য সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে, মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় ও সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কীদিগের হস্তে। কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে ম্লেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

"উত্তরে কমলমীর হইতে দক্ষিণে রুক্মনাথ পর্য্যন্ত পর্ব্বত-প্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন ; অবশিষ্ট সমস্ত প্রশস্ত ভূমি মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লাভ নাই ; মহারাণার আদেশে এ মোগলকরকবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এস্থানে এক্ষণে কৃষক চাষ করে না, গোরক্ষক গো রক্ষা করে না, মনুষ্য বাস করে না। মহারাণার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে ; বুনাস ও রবীনদীর তীরে উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাসস্থল হইয়াছে ; আরাবলি পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত মেওয়ার প্রদেশ প্রদীপশূন্য।

"মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে যান, সালুম্ব্রা সতত মহারাজের সঙ্গে গিয়াছে। সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নির্জ্জনতা দর্শন করিয়াছি, অরণ্যের নিস্তব্ধতা শ্রবণ করিয়াছি, শস্যের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি, গমনাগমনের পথে কণ্টকময় বাবুল বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছি, মানবগৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছি! একজন ছাগরক্ষক বুনাস-নদী-তীরে নিভৃতে ছাগ-রক্ষা করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে! অন্য কেহ মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

"মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্যানখণ্ড এক্ষণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহার জানিবে, মহারাণার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে, তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্যের খাদ্য নাই, আবাসস্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিম-সাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল তাহা

এক্ষণে নিষিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুষুপ্ত থাকিব না।

"বীরগণ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্ব্বতপ্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকায়, সৈন্য আছে। চন্দাওয়ংকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অন্যান্য যোদ্ধাকুল চারিদিক হইতে আসিতেছে, সম্মুখ রণের জন্য মহারাণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না। ভূমিয়গণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাস-পর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যজাতিগণও ধনুর্ব্বাণহস্তে যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগকে সমর উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় ধূমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ! এক্ষণে হোলীর সময় নাগরিকগণ হইতে আপনাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, আমারও পরিত্রাণ নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছি; দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটীর, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন। যোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অন্য প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য শোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছ, সেদিন মেওয়ারের অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য আমার যোদ্ধাগণ প্রস্তুত হও!"

সালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধাগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, ঝন্‌ঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ, সে হুঙ্কার সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্‌ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল। এই উল্লাসরব থামিতে থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্‌ব্রার বৃদ্ধ চারণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীত।

"যোদ্ধাগণ! আপনারা যুবক, আপনাদিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, আপনাদিগের আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে। সেই অতীতকাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার ন্যায় আমার মানস-চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে, আমি বহির্জগৎ দেখিতেছি না। সেই মেঘ-মালার মধ্যে অন্য একটা জগৎ দেখিতেছি, অন্য বীর আকৃতি দেখিতেছি, শ্রবণ করুন।

"অদ্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্ব্বত-কন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালনপালন করেন, শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গল মহারাণার শুদ্ধান্তঃপুর। বাল্যকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন, পর্ব্বতশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় পূর্ব্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সে কথা শ্রবণ করুন।

সেই বালক একদিন তাতার সহিত চারণীদেবীর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অন্য আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন। চারণী-দেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—যিনি সিংহচর্ম্মের উপর বসিলেন, একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন। রোষে জেষ্ঠভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল, কেননা উভয়েই রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া এক চক্ষু অন্ধ হইয়া পলাইল। কোথায় পলাইল?

"ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিন বেশধারী অথচ তেজঃপূর্ণ ভৃত্যটী কে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগরক্ষণে অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত, দূরীকৃত বালক কোথায় যাইল?

"জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর। শ্রীনগরের বীর করিমচাঁদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে! বটবৃক্ষই তাহার চন্দ্রাতপ, তৃণই তাহার শয্যা, খড়্গই তাহার উপাধান। বৈকালিক সূর্য্য-কিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের মুখের উপর পড়িয়াছে, একটী বৃহৎ সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে! করিমচাঁদের সামান্য সেনার জন্য কি সর্প চক্র-বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র, সর্প বালকের রাজছত্রধারী।

"দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজছত্রধারী তাহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ! ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অশীতি সহস্র অশ্বারোহী মেদিনী কম্পিত করিতেছে! ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্য, জয়পতাকায় আকাশ রক্তবর্ণ হইতেছে! ঐ দেখ, শতদ্রু হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি এ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন! পুনরায় কি পৃথ্বীরাজের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত একছত্র করিবেন? কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে তুমুল ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তুক বাবরের মোগল সৈন্য ভারতক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ বাবরের নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু বীরের বীরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর—যতদিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, ততদিন চিতোর প্রবেশ করিব না; মরুভূমি আমার শয্যা, আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন করে না; পৃথুরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজা উপবেশন করিবেন? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর দেখিতে পাই না, সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাঁহার অধীনস্থ ষোড়শ রাজা ও শতাধিক রাওরৎ ও রাওয়ল কোথায় গেলেন, পঞ্চশত হস্তী, অশীতি সহস্র

অশ্বারোহী কোথায় গেল? সে আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে। সে মহাতেজ চিরকালের জন্য লীন হইয়াছে!

"লীন হয় নাই! যোদ্ধাগণ, সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ণ বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর, হুঙ্কার-রবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-তাড়িত তৃণবৎ তুর্কীদিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও, চিতোর নগর জয়-জয়-নাদে পরিপূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্ব্বস্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্ব্বদিন আসিবে। পর্ব্বত-কন্দর ও নিবিড় বন ত্যাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহও সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সংগ্রামসিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহের নামও দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে"

বৃদ্ধ নীরব হইল। ক্ষণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহসা শত যোদ্ধার বজ্রনাদ ও হুঙ্কার শব্দে সালুম্ব্রার পর্ব্বত কম্পিত হইল। পর্ব্বতের নীচে সৈন্যগণ সে শব্দ শুনিল, শত গুণ উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারণদেব নিজস্থানে উপবেশন করিলে পর সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—বীরগণ, যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধসময়ে সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওয়ৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন, চল কল্যই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করি। বীরগণ, আমাদের সভাভঙ্গ হইল। বন্ধুগণ, অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই, আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে যোদ্ধাগণ অশ্বারোহণে হোলী খেলিতে লাগিলেন, অশ্বচালনে ও আবীরনিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন, পরস্পরের কুম্‌কুমে পরস্পরের মস্তক, দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও যোদ্ধাদিগের আনন্দরব চারিদিকে শ্রুত হইল। অশ্বগণ কখন তীব্রগতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লম্ফ দিয়া পলাইতেছে, যেন তাহারাও এই ক্রীড়ায় উন্মত্ত। অশ্বারোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্বচালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবীর নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্যগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ায় লিপ্ত হইল, সাম্বৎসরিক আনন্দরবে সালুম্‌ব্রা-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্যগণের মধ্যে কয়জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্ব্বে হল্‌দীঘাটার ভীষণ পর্ব্বততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপসিংহ।

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं ।

भगवद्गीता ।

কয়েক দিবস মধ্যে চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সমস্ত চন্দাওয়ৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। দেবগড় হইতে সঙ্গাওয়ৎকুলেশ্বর দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের এক শাখামাত্র। বেদ্‌নোরের মৈর্ত্তা-কুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিলেন, তাহারা রাঠোর-বংশীয়, মেওয়ারে তাহাদিগের অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা ছিল না। এই বংশের জয়মল্লই আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আকবরহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা এখনও সে কথা বিস্মরণ হন নাই, পিতার বীরত্ব অনুকরণ করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন। কৈলওয়া হইতে জগাওয়ৎকুল বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কমলমীরে

আসিলেন, তাঁহারাও চন্দাওয়ৎকুলের শাখামাত্র। এই জগাওয়ৎকুলোদ্ভব পত্ত নামক বীরশ্রেষ্ঠ চিতোর ধ্বংস কালে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সালুম্ব্রাধিপতির মৃত্যুর পর ষোড়শবর্ষীয় পত্ত চিতোর-দ্বার রক্ষা করেন, অকম্পিত হৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে নিজ মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই দ্বারদেশে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করেন। তাঁহারই জ্ঞাতি বন্ধু এক্ষণে জগাওয়ৎকুলেশ্বর, জগাওয়ৎকুলের নাম রাখিতে কৈলওয়া হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দৈলওয়ারা হইতে ঝালাকুল, বৈদ্‌লা ও কোটারি হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমরকুল, অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ, মেঘরাশির ন্যায় বীর-শ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশসহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না।

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে, হোলীকে দগ্ধ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশনিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বতশিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূর দেখা যায়, বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল্‌ কল্‌

রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বাহিয়া যাইতেছে ও আপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্ত গীতের মধ্যে মধ্যে চারণদিগের যুদ্ধ গীত স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে, মেওয়ারের পূর্ব্বগৌরব, মেওয়ারের বিপদরাশি, মেওয়ারের আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, আনন্দ গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গীত নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে।

এ সমস্ত উৎসব ব্যাপার হইতে বহুদূরে একটী অন্ধকারময় পর্ব্বতস্থলীর উপর একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার জন্য নহে। মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার মধ্যে যতদূর দেখা যায়, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু উৎসবের অগ্নিকুণ্ড দেখিবার জন্য নহে। কখন কখন কমলমীরের অপূর্ব্ব শৈলদুর্গের উপর নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন কখন অসংখ্য সৈন্যের দিকে চাহিতেছিলেন, কখন বা আপন হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকারময় নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ রৌপ্য, স্পর্শ করিবেন না, জটা, শ্মশ্রু বিমোচন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য

ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা জীবনব্যাপী উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধিবল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বত স্থলীতে যে যোদ্ধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বতকন্দরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, মহারাণা তাঁহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতস্থলীতে সকলে উপবেশন করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন—বীরগণ! আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, এই শিখর হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া আমি উল্লাসিত হইয়াছি, সেই জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে এই নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছি।

সালুম্‌ব্রাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ রাণার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—মহারাণা! যুদ্ধের সময়, বিপদের সময়, কবে মেওয়ারের যোদ্ধাগণ মেওয়ারের মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে? ঐ যে অসংখ্য সৈন্য দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত, আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার। আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিবে।

প্রতাপ। কৃষ্ণসিংহ, আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যে দিন পিতার মৃত্যু হয়, যে দিন ভ্রাতা যোগমল্ল সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সে দিন সভার মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে, ঐ স্থান আপনার ভ্রাতার! সেই দিন আপনিই আমার কোষে এই অসি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন; যতক্ষণ অসি আমার হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সালুম্‌ব্রাপতি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

কৃষ্ণসিংহ। সালুম্‌ব্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চাহে না। স্বামীধর্ম্মই সালুম্‌ব্রার পুরুষানুগত ধর্ম্ম, স্বামীধর্ম্মই সালুম্‌ব্রার পুরুষানুগত পুরস্কার।

পরে রাঠোর বংশীয় জয়মল্ল ও জগাওয়ৎ বংশীয় পত্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন—চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পত্ত জীবন দান করিয়া যে যশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই যশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন?

তাঁহারা উত্তর করিলেন—সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, চেষ্টায় যোদ্ধাগণের ক্রটী হইবে না।

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা

কহিলেন—পিতা যখন হত্যাকারক রণবীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতে-ছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহান-কুলেশ্বরই তাঁহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন! চোহানকুল সে স্বামীধর্ম্ম এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

চোহান। চোহানকুল স্বামীধর্ম্ম কখনও বিস্মৃত হয় না।

প্রতাপ। বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থায় তাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি যত্ন ভুলিবেন না, এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপের নাম ও প্রতাপের গৌরব রক্ষা করিবেন।

উল্লাসে বিজলীপতি কহিলেন—সে গৌরব রক্ষার্থ প্রমর-কুল সানন্দে জীবনদান করিবে।

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহি-লেন—ঝালাকুল মেওয়ারের স্তম্ভস্বরূপ, আসন্ন বিপদে তাঁহা-রাই আমাদিগের প্রহরীস্বরূপ।

দৈলওয়ারাপতি উত্তর করিলেন—ঝালা স্বামীধর্ম্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

এইরূপে সকল যোদ্ধার সহিত ক্ষণেক কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন—

"বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনা-দিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইতেছে; বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে। শত্রুগণ আমাদিগকেও সুষুপ্ত দেখিবে না। তাহারা মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জঙ্গলময়

দেখিবে, মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পা রাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীয় দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদিয়কুল একবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"প্রতাপসিংহ মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিবে, প্রতাপসিংহ তুর্কী-দিগের সহিত যুঝিবে, পূর্ব্বপুরুষদিগের বাহুবল এ বাহুতে আছে কি না, দেখিবে। যোদ্ধাগণ! আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, বাপ্পা রাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না—কখনও জানিবে না।

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইতেছে। যোদ্ধাগণ! সে কার্য্যে রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবরসাহ দেখিবেন, মেও-য়ারের রাজপুতগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"
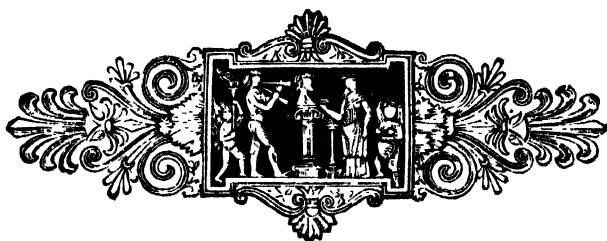
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মানসিংহ।

> येनास्यभ्युदितेन चन्द्र गमितः क्लान्तिं रवौ तत्र ते ।
> युज्यते प्रतिकर्त्तुमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः ॥
>
> काव्यप्रकाश ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি যে পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশখণ্ড রক্ষা করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বত-কন্দর বার বার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে ও সমস্ত মেওয়ারবাসীদিগকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্গেশ্বরগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন। ভূমিয়াগণ সম্মুখরণ জানে না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমি রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতি-গণও মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল; দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিয়া রাজপুত

যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

সর্ব্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে নির্গত হইতেন। দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেওয়ারের সমভূমি ও উদ্যানস্থল এক্ষণে জনশূন্য ও অরণ্যময়। লোকালয়ে হিংস্রক জীব বাস করিতেছে, শস্যক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বুনাস ও রবীনদীর উপকুলে মনুষ্যাকৃতি দৃষ্ট হয় না, মনুষ্যরব শ্রুত হয় না। প্রতাপের সৈন্য দেখিয়া অরণ্যবিচারী পক্ষী কুলায় ছাড়িয়া উচ্চশব্দে আকাশের দিকে উড্ডীন হইল, অরণ্যবাসী জন্তুগণ দূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈবসম্পাতে এই মনুষ্যের আবাসস্থল নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে। কণ্টকময় বাবুলবৃক্ষে ও জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হইয়াছে। নিঃশব্দে এই বন বিচরণ করিয়া প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; বলিতেন—সমগ্র মেওয়ার-দেশ এইরূপ নির্জ্জন অরণ্যভূমি হউক, কিন্তু সে পবিত্রভূমি তুর্কী-পদবিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।

রাণা সমস্ত দিন যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেখিতেন, পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীনপরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে কহিতেন—জগদীশ্বর, যেন অমর-সিংহ ও অমরসিংহের মাতা চিরকাল এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট

আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য সুরক্ষিত পর্ব্বতপ্রদেশের নিকট আসিল, দেখিল সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশ-স্থল—হলদীঘাটা! দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী! মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

পাঠক! যুদ্ধের প্রাক্কালে চল, আমরা একবার মোগল-শিবিরে প্রবেশ করি। যে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, জ্ঞাতিবিরোধের জন্য অদ্য রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতপ্রদেশ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, স্থানে স্থানে সৈন্যগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের যেরূপ প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে কয়জন পুনরায় দূর দিল্লী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রশস্ত

শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুল্লচিত্তে গীত শুনিতেছেন, সম্মুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকণ্ঠা প্রৌঢ়যৌবনা কয়েকজন গায়িকা। যুবরাজের অবয়ব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত ও সুন্দর। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সেই প্রশস্ত ললাট চিন্তা-শূন্য, সেই সুন্দর আনন নিরুদ্বেগ ও হাস্যরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উত্থিত হইতেছে, এরূপ সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—জাঁহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধপরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত ক্ষান্ত হইল, যুবরাজ সকলকে বিদায় দিলেন। ক্ষণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অম্বরাধিপতি মানসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তস্‌লীম করিলেন। সহাস্যবদনে সলীম তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট্‌ পুত্র, সুতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার, যৌবনেই কার্য্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এরূপ প্রবল হয়, যে নুর্জাহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। মান-সিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থির-প্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু,

অসাধারণ যোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন—রাজন্‌: শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন। কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

মানসিংহ। এ দাস কল্যই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, যত.শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন করি যে, কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যকার কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বাল্যক্রীড়া মাত্র।

সলীম। প্রকৃত যুদ্ধই তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের রঙ্গস্থল, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভবে? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।

মানসিংহ। আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারতক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না, এ দাস তাহাকে জানে—

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?

মানসিংহ। প্রতাপসিংহের সহিত পূর্ব্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।

সলীম। কি জানেন ?

মানসিংহ। প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী, কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথাত আমিও অবগত আছি, আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই ? মানসিংহ ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আপনার উপর সকল কার্য্যে নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি ; আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন ?

মানসিংহ। প্রভুর নিকট কোনও পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই ; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বল ধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্বের অবমাননাকথাও গোপন করিব

না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন।

"যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে মেওয়ারে আসিয়াছিলাম। মেওয়ারের রাণা সূর্য্যবংশীয় এবং রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজার পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্প্রতি রাণা হইয়াছেন এইজন্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

"চিতোরধ্বংসের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী করিয়া-ছিলেন, কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্ব্বতদুর্গে থাকেন। আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

"উদয়সাগরের কূলে মহা সমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না! প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার পিতার শিরো-বেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেজন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।" মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম। তাহার পর?

মানসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন—"আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি; যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কে দিবেন?

"প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনায় যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ এ জীবনে ভুলিবে না; অথবা কল্য রণস্থলে ভুলিবে।

"প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যিনি রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।

"এই উত্তর পাইয়া আমি অস্পৃষ্ট অন্ন রাখিয়া উঠিলাম কেবল কয়েকটী দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উষ্ণীষে রাখিলাম সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব্ব নাশ না করি আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ কল প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।"

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল। সলীমও অবিচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন—বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে, সে আমাদের তদপেক্ষা অধিক অবমাননা করিয়াছে, সলীম তাহার পরিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদিগের একই অবমাননা, একই পরিশোধ। কল্য একত্রে সেই অবমাননার পরিশোধ দিব, অদ্য ব্যস্ত হইবেন না।

সলীমের এই প্রতিজ্ঞায় মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল ; চক্ষুতে একবিন্দু জল আসিল ; সলীমকে নিস্তব্ধে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাদ্যধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত হইতে না হইতেই অন্য বাদ্য শ্রুত হইল, অন্য রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হলদীঘাটার যুদ্ধ।

স ঘোষ: *   *   *

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্।

ভগবদ্গীতা।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছা, অপর দিকে শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে; দলে দলে যোদ্ধাগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বত শিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওয়ৎ ও জগাওয়ৎ, সকল কুলের যোদ্ধাগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। একদল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়, অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবন দান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্ষা ও অসি আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অবার্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্ষা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সে দিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল, হস্তী তখন প্রভুর বিপদ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গীগণ পশ্চাদ্ধাবমান করিলেন, মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ আর্জ্জুনির কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধাগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলা-

য়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ জানেন না, তখনও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কারশব্দ করিয়া শিশোদীয় পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন! এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার পরিশোধ দিবে!

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শক্র বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল। মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালা-বংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, এবং মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দেলওয়ারাপতি শক্ররেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শক্ররেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন—দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন—ঝালা স্বামী-ধর্ম্ম জানে; বিপদ্কালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষ দিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈল-ওয়ারাপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন

ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হল্‌দীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃদ্বয়।

दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो सरभसमेहि परिष्वजस्व ।

तुहिनशकलशीतलैस्तवाङ्गैः शममुपयातु ममापि चित्तदाह ॥

उत्तरचरितम् ।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদ্ শান্তি হয় নাই ; দুই জন মোগল, একজন খোরাসানী, অপর জন মূলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল, মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন—"হো নীলা ঘোড়ারা আসওয়ার!" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বা-

রোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত!

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন—সংগ্রাম সিংহের পৌত্র হইয়া মোগলের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপ-সিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া বলিলেন—ভ্রাতঃ, একদিন তোমার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য সে ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য তোমার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্ব্বদোষ ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন দান কর।

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল; উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব, ও প্রতাপের বীরত্ব, দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করি-তেছে, প্রতাপ কি সেই স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, ভ্রতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ বর্ষায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন, নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন—ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ? ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব, বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বর বা মানসিংহকে ভয় করিব না।
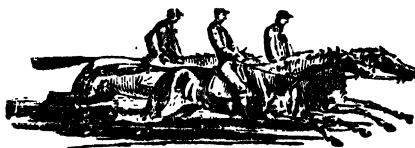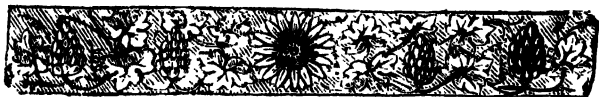
নবম পরিচ্ছেদ।

নাহারা মগ্‌রো।

अन्तर्धैर्य्यभरेण रुद्धवचनात् संपीड्य पिण्डीकृतो
यन्मर्म्मान्वितशल्यवत् परिदहन् मन्युश्चिरं यः स्थितः।
स्फूर्य्यत्येव स एष सम्प्रति मम नक्तारभिन्नस्थितेः
कल्पापायमरुत्प्रकीर्णपयसः सिन्धोरिवौर्व्वानलः॥

वीरचरितम्।

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেই দিনের কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহ্বরাভিমুখে যাইলেন না; অন্ধকার নিশীথে, কেবল তারকালোকে, নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীর বনের ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী

অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থান, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট-বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই আলোকশূন্য, শব্দশূন্য নৈশকানন একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পার্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দূলও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণ-হস্তে সেই দীর্ঘ বর্ষা; সেই বর্ষাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বনাজন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় একপ্রহর কাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘকেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন; স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নিয়ে

সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য সুষুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পরে চিন্তা সম্বরণ করিয়া নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে কবাট। তেজসিংহ সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝন্‌ঝনা শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোনও উত্তর পাইলেন না।

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই, পুনরায় গহ্বর নিস্তব্ধ!

সেই নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ভয়াকুল পর্ব্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ করিলেন। সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট ও সমস্ত গহ্বরশুদ্ধ কম্পিত হইল।

এবার ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল—নিশীথে নাহারা মগ্‌রোতে কে?

যুবক উত্তর করিলেন—তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভস্থ একটী জল প্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটী দীপ দেখা যাইল; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী

চারণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলী-নির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন, ও সেই শীর্ণ দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ, মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তা-রেখায় অঙ্কিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন। সময়ে সময়ে সেই স্থির নেত্র উর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন চারণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকটে অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতিসম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত! সবিস্ময়ে তেজসিংহ সেই দীর্ঘকায়া চারণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন!

কতক্ষণ পরে চারণীদেবী আদেশ করিলেন—রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম মেওয়ারে অবিদিত নাই, তাঁহার পুত্র কি বাসনায় চারণীর সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষী?

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নাম মাত্র অব-শিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারণী। চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরকুলের বহুকাল প্রচলিত "বৈরি" চারণীর অবিদিত নাই। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল, বালক! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহস্তে আসিয়া

সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যতদিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করে না। অনুমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই তবে সূর্য্যমহল আর চাহিব না, পুনরায় মাড়-ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্য ভীলদিগের সহিত বাস করিব!

চারণী। মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান; চন্দাওয়ৎ-কুল শিশোদীয়ের শাখা; মেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা রাঠোর, মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অদ্য চন্দাওয়তের শোণিতপাত করিতে চাহ, চন্দা-ওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?

তেজসিংহ। যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোর বংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলক-সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিষ্কার করিয়াছে, পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে মেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা

কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাঁহারা সেই আহবে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের শোণিতে মেওয়ারে রাঠোর-অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাঠোরবংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নত রব এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চারণীদেবী উত্তর করিলেন—বালক! ভাণদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তোমার নিকট অবিদিত নাই; যথার্থই বীরদিগের ও নদী-সমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীর্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওয়ৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?

তেজসিংহ। বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না, পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম। এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলক-সিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোরবংশের অযোগ্য নহে। তোমার

বাক্যে আমি রুষ্ট হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চারণীর কিছুই অদেয় নাই।

তেজসিংহ। দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। বিধির নিবন্ধ নশ্বর মানবের নিকট লুক্কায়িত কিন্তু দেবীর দূরবিচারিণী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুক্কায়িত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারা মগ্‌রোতে * আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন; অদ্য তিলকসিংহের পুত্র—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারা মগ্‌রোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শান্তিদান করুন।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর। নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহণীয় নহে। কেননা মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে; ক্লেশের শান্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ-যবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার

* নাহারামগ্‌রো অর্থাৎ ব্যাঘ্র পর্ব্বত।

দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবন বহন করিতে চাহিত? বালক! এক্ষণও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন যাজ্ঞা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। দেবি! এই নাহারা মগরোর চারণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়াছিলেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের যত্নও কি সফল হইতে পারে না?

চারণী। সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতাকর্ত্তৃক আহত ও এক চক্ষু অন্ধ হইলেন, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বহুদিন অবধি সামান্য মেষপালকদিগের সহিত বাস করিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা স্মরণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্যম হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য চারিণী আর কি করিতে পারে নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অন্যায় সমরে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, তস্করে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবী! নিষেধ করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে?

দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি। সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চারণী অপসৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়! তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ। দেবীর অনুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে তেজসিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিষাদে ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তেজসিংহ কম্পিতস্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সেই স্বর সেই পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবীর আদেশ।

ध्वंसेत हृदयं सद्य परिभुतस्य मेपरं ।
यद्यमर्षप्रतिकारभूजालम्बं न लम्भयेत ॥

किरातार्ज्जुनीयम् ।

"দেবি! আমি চিরকাল এরূপ ছিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন এরূপে যায় নাই! দিবস-যামিনী জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না, যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভীলদিগের ভিক্ষাভোজী ছিলাম না, রাজপুতদিগের মধ্যে রাজপুত্র ছিলাম!

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্য-মহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোর কুলেশ্বর জয়মল্ল স্বয়ং তিলকসিংহের দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন, স্বয়ং সূর্য্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্ব্বতবাসী ছিলাম না, আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, সূর্য্যমহলের যুবরাজ ছিলাম!

"চন্দাওয়ৎ কুলের দুর্জ্জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রাঠোর

তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে "বৈরি" চলিয়া আসিতেছে। বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন সে বিরোধ, সে ক্রোধাগ্নি জীবিত থাকিবে। এই নির্ব্বাসিতের শরীরে বংশানুগত রোষ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

"রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাড়োয়ার। সেই স্থান হইতে তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে আসিয়া চন্দাওয়ৎদিগের নিকট হইতে সূর্য্যমহল কাড়িয়া লইয়াছে, বংশানুক্রমে তথায় বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিদিত নাই। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওয়ৎদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিবে।

"পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে? যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না, কিন্তু দেবি! জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবরসাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে সালুম্ব্রাপতির মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাইতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল।

উল্লাসে মাতা কহিলেন—হৃদয়েশ্বর সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছেন, দাসীগণ! চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কেননা জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল।”

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

“দেবি! ক্ষমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, অদ্য স্নেহময়ী মাতার কথা স্মরণ করিয়া সম্বরণ করিতে পারিল না। যখন চিতারোহণে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, তখন বাটীর সকলে আসিয়া নিষেধ করিল। আমাকে কে প্রতিপালন করিবে, সকলে এইরূপ যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি স্বামীর অনুমৃতা হইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন।

“শেষে আমি আসিয়া বলিলাম—মাতা এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে? এবার তিনি স্থিরসঙ্কল্প ভুলিলেন, বলিলেন—দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থ পত্তের মাতা ও বনিতা না কি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে।

“পিতার অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন; তাঁহার ব্যবহৃত একটী ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

"দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরু ভীত হইল। অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিল।

"তথাপি যোদ্ধাগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

"হ্রদের উপর যে গবাক্ষ আছে মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বামহস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণ হস্তে সেই ছুরিকা!

"ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধাগণ হত হইল; ক্রমে যুদ্ধতরঙ্গ ও যুদ্ধনাদ সে দিকে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কবাট ভগ্ন হইল। চন্দাওয়ৎগণ সেই গৃহে মহাকোলাহলে প্রবেশ করিল; সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

"সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না, সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদিত করেন নাই! স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন করিলেন, জ্বলন্ত-নয়নে সেই নরাধমের দিকে চাহিলেন। নারীর তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে ভীরুর গতি সহসা রোধ হইল, তস্কর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। মাতা সেই ছুরিকাহস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুত-কলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের

শোণিত পান করিল! তৎক্ষণাৎ দশ জন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল!'

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ক্ষণেক পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম। সেই ভীরুকে আর একদিন দেখিতে পাইব, মাতার হত্যার পরিশোধ লইব, বংশের কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায় সেই অবধি আটবৎসর জঙ্গলে ও গহ্বরে জীবন ধারণ করিয়াছি!

"দেবি! তাহার পর বিজন বনে ও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া ভীলদিগের শরণাগত হইয়াছি, হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য! অনুমতি দিন, আরএক বার দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছুই প্রার্থনা করিবে না।"

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজসিংহের গম্ভীর স্বর বার বার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেক ক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ!

পরে চারণীদেবী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন—বংশানুগত শত্রুতা ও "বৈরি" রাজপুতধর্ম্ম; তিলকসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের বংশের মধ্যে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের

পুত্রের হৃদয় জ্বলিবে তাহাতে বিস্ময় নাই, কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে মেওয়ারে গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

তেজসিংহ। বিদেশীয় যুদ্ধসত্ত্বেও কি পামর দুর্জ্জয়সিংহ তস্করের ন্যায় সূর্য্যমহল হস্তগত করে নাই?

চারণী। আকবরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পর রাণা উদয়-সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন; সেই সময়ে দুর্জ্জয়-সিংহ সূর্য্যমহল হস্তগত করিয়াছিলেন।

তেজসিংহ। এখনও কি যুদ্ধ ক্ষান্ত নাই? মানসিংহ রোষে দিল্লীতে গিয়াছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কোথায়?

চারণী। বর্ষাপ্রারম্ভে বালকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করে, মেঘ কোথায়? বালক! বর্ষার মেঘ অপেক্ষা অধিক সমারোহে শত্রু আসিতেছে। যে খড়্গদ্বারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই খড়্গহস্তে হল্‌দীঘাটায় যাইয়া উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হল্‌দীঘাটায় অচিরে অনেক খড়্গ ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহ-কলহ রাজস্থানের প্রথানুগত নহে।

তেজসিংহ। দেবি! মেওয়ার রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয়, রাঠোর সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্য্যন্ত যে পামর রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায় বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার

কুল কলঙ্কিত করিয়াছে, সে রাজপুতকলঙ্ক জীবিত থাকিবে?

চারণী। বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহ কলহ নিষিদ্ধ!

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; অনেকক্ষণ চিন্তার পর ঊর্দ্ধনেত্রা চারণী অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—বালক! অদ্য তুমি সেই দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ!

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন—দেবীর নিকট কিছুই অবিদিত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই জন্যই বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি।

চারণী। পরে দুর্জ্জয়সিংহকে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, আমার এই পণ। অনুমতি দিন, সূর্য্যমহল আক্রমণ করিব, তস্করের হস্ত হইতে পৈতৃক দুর্গ কাড়িয়া লইব, সম্মুখ আহবে সেই তস্কর দুর্জ্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।

চারণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজসিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহ-কলহ বিস্মরণ করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। তিলকসিংহের পুত্র! তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার দেহে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলকসিংহের ন্যায় রাজপুত-ধর্ম্ম পালন কর। দশ বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর-সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে!

সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর-খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

―――◦◦◦―――

ভীলপ্রদেশ।

अहो मोहप्रायमेषां जीवितं, साधुजनविगर्हितञ्च चरितं, तथाहि पुरुषपिशितोपहारे धर्म्मबुद्धिः, आहारः साधुजनविगर्हितो मधुमांसादिः, श्रमो मृगया, शास्त्रं शिवारुतं, उपदेष्टारः कौषिकाः ।

কাদম্বরী।

হলদীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একদিন অপরাহ্নে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। তেজসিংহ যদি নিজ চিন্তায় অভিভূত না থাকিতেন তবে সেই নির্জ্জন ভীলপ্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। পথের উভয়পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্ব্বতরাশি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জ্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বত চূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্ব্বত-বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ু হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে, ও অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্য্যালোক বহুদূর-নীচস্থ

পর্ব্বততলের পথ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে না, তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাহ্নেই প্রায় অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক বিতরণ করিতেছিল; অন্য স্থলে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই নির্জ্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতনদী কল কল শব্দে শিলা-শয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, যেন পার্শ্বস্থ প্রহরী-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্ব্বতরাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চক্ মক্ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়। সেই উন্নত পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্যসূত্রের ন্যায় নির্ঝরিণী বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল কল শব্দে মিশিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; একজন আধুনিক ফরাশীস্ ভ্রমণকারী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীলপ্রদেশ সুন্দর ও বিস্ময়কর!

তেজসিংহ এইরূপ নির্জ্জন পথ একাকী অতিবাহন করিতেছিলেন। পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের "পাল" অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে, নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগল পক্ষী নিজ কঠোর শাবকগুলিকে লালনপালন করিবার জন্য পর্ব্বতচূড়ায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে! প্রত্যেক পালের চতুর্দ্দিকে বা নীচে

অল্পমাত্র ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন ভীলদিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন বংশানুগত দস্যুতা! স্থানে স্থানে সেই পর্ব্বতচূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে বিন্যস্ত ভয়ানক প্রতিকৃতির ন্যায়, এক এক জন কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কৌপীনধারী ভীল ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা এই নির্জ্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী। তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতকদূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটা রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কুলে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্ব্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে, যতদূর মনুষ্যনয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি পর্ব্বত-বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালীন গগনে বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে যাইয়া তেজসিংহ একবার সম্মুখে অবলোকন করিলেন, এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা একবার ভুলিলেন।

সায়ংকালের লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে! এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্ন মাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ-রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্ব্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি

দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ব্ব দেশবাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই একটা কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুতগণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবসস্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্ব্বে সেই রাজস্থান ভীল-দিগের আবাসস্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া উর্ব্বরাক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাগুলি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীল-গণ বিন্ধ্যাচল ও আরাবলী পর্ব্বতে যাইয়া আপনাদিগের মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয়, খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নাম মাত্র রাজপুত রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ফলে আপন আপন পর্ব্বতস্থিত "পাল" সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল, এবং অবসরমতে কি রাজপুত কি মুসলমান, সকলকেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত রাণাদিগের সিংহাসন আরো-হণের সময় একজন ভীল-সর্দ্দার রাজনিদশনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত, এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীলযোদ্ধাগণ যথাসাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ব্বরজাতিই হিন্দুদিগের দুই একটী দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং হিন্দুদেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত করিয়াছে। ভীল-

গণ কহে—আমরা মহাদেবের তস্কর, মহাদেব-ঔরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বন্য বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটী কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন একদিন মহাদেবের বৃষকে হত্যা করে, এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাহারই সন্তান।

পর্ব্বতের শিখরে ভীলদিগের "পাল" বা গ্রাম নির্ম্মিত হয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ, এক একটী দুর্গের ন্যায় চারিদিকে কণ্টক ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। এই পালসমূহ হইতে হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সভ্য জাতিদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ভীল-গণ বহুশতাব্দি অবধি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে তবে ভীলনারী ও শিশুগণ গো-মহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিবিড়, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ও জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকে; পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বা প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা নিজ নিজ পাল রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি বা সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্ব্বদাই বিরোধ ও বিবাদ হয়, কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিপদকালে সকল দল একত্রিত হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্য-কায় শব্দিত হয়, পাল হইতে অন্য পালে সংবাদ প্রেরিত হয় নিশাকালে ব্যাঘ্র, শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া ভীলগণ সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে

শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া ঐক্যভাবে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করে। রাজস্থানে অদ্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তাহারা দুই একটী হিন্দু দেবকে ও নানারূপ পীড়াকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মৌয়া বৃক্ষকে বিশেষ সমাদর করে, এবং ঐ বৃক্ষ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণকায় এবং কার্য্য-গুণে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্ষমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা ঈষৎ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, এবং বস্ত্রদ্বারা কক্ষ ও একটী স্তন আচ্ছাদন করে এবং হস্তপদে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ। নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কন্যা একত্রিত হয়, পরে যুবকেরা আপন আপন মনোনীত এক একটী কন্যাকে বাছিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন তথায় কালহরণ করে। পরে স্ত্রীপুরুষ গ্রামে ফিরিয়া আইসে।

বর্ব্বর ভীলদিগের দুইটী অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহা-দের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয়, এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হ্রদ-তটে ভীল বালিকা।

का उण धण्णा इत्थिआ जा इमिणा परिमाणगमाणा अत्ताणम् विणोदेदि ।

विक्रमोर्व्वशी ।

যে পর্ব্বতের নীচে তেজসিংহ হ্রদতটে এই নিস্তব্ধ সায়ংকালে এখনও বসিয়া আছেন, সেই পর্ব্বতের চূড়ায় ভীমচাঁদ নামক এক ভীল সর্দ্দারের পাল ছিল। সেই পালের নিকটে একটী পর্ব্বত গহ্বর ছিল, পাঠক দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সেই গহ্বর এক দিন দৃষ্টি করিয়াছেন।

হ্রদের তটে একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর তেজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। সহসা একটী ভীল বালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, এবং বাল্যোচিত চপলতার সহিত হ্রদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল! তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন।

বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলকন্যা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুটী উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীল-বালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্য বিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটী শব্দ, একটী ছায়া, একটী স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণ-কেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে, নয়ন দুইটী সর্ব্বদাই চঞ্চল। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু, কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুই তিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিত। বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত—মেয়েটা দেখিতে বালিকা, কিন্তু মনটী বালিকার মন নহে।

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ষাগমে শত্রুগণ মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ যুদ্ধ চিন্তা করিতে-ছিলেন না। বিদেশীয় শত্রু থাকিতে গৃহ কলহ নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সূর্য্য-মহলের চিন্তা করিতেছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীলবালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হ্রদের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজ-সিংহের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকক্ষণ তেজসিংহের

মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটী গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, বাল্যকালে দৃষ্ট মুখচ্ছবি কখন কখন নয়নপথে আবির্ভূত হয়, বাল্যকালের প্রেম নিহিত অগ্নির ন্যায় কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই মর্ম্মের একটী সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটী স্বপ্ন চিন্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালিকা জলখেলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল, কৈ বালিকার মুখে ত কোনও চিন্তার লক্ষণ নাই! তেজসিংহ বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন—বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে আপন মনে তাহাই গাইতেছে।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ সন্দিগ্ধ-মনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

হাসিয়া ভীলবালা বলিল—এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের

দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?

তেজসিংহ বালিকার সরল মুখ খানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম। বলিলেন—আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস্।

ভীলবালিকা। ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়! তুমি যদি ভীল হইতে!

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা হইলে কি হইত?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীল কহিল—তুমি কি অন্ধ? বিভিন্নতা দেখিতে পাও না? তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত?

ভীলবালা যথার্থ ই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল!

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন—বালিকা! শীঘ্র বাড়ী যা; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে!

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। আমি মেঘ দেখিতে ভাল বাসি।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কাল মেঘ একত্রে খেলা করে!

তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত বালিকা সাদা বিদ্যুৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

অস্পষ্টস্বরে তেজসিংহ বলিলেন—বালিকা তুই কি সরলা বালিকা, না চিন্তাশীলা নারী? আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চঞ্চলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলদিগের পালে।

অংশাবতারমিব কৃতান্তস্য সহোদরমিব পাপস্য সারথিমিব কলিকালস্য ভীষণমপি মহাসত্ত্বতয়া গম্ভীরমিব উপলক্ষ্যমাণং অনভিভবনীয়াকৃতিং * * শবরসেনাপতিমপশ্যম্।

কাদম্বরী।

তখন তেজসিংহ সে হ্রদ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে আপন পালের নিকটস্থ গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় সেই পালের প্রতি কুটীরে ভীলনারীগণ আপন আপন গৃহকার্য্যে রত রহিয়াছে। সকলের শরীর বলিষ্ঠ ও উপরিভাগ অনাবৃত অথবা অর্দ্ধাবৃত। কেহ কেহ গোবৎসকে আহার দিতেছে, কেহ বা শিশুকে স্তন দিতেছে, কেহ বা আহার প্রস্তুত করিতেছে, আবার কেহ বা এই যুদ্ধের সময়ে

পালের কণ্টকবেষ্টনে আরও কণ্টক রোপণ করিতেছে। পালের প্রত্যেক কুটীরে রন্ধনের অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির চতুর্দ্দিকে বা গৃহের বাহিরে উলঙ্গ বর্ব্বর শিশুগণ খেলা করিতেছে। মনুষ্যের বাসস্থান হইতে বহুদূরে, পর্ব্বতের শিখরে, দুর্ভেদ্য জঙ্গল-আবৃত ও কণ্টকবৃক্ষবেষ্টিত এই তস্করের উপনিবেশ কি বিস্ময়কর! সভ্য মনুষ্য তাহাদিগকে ঘৃণা করে, সভ্য মনুষ্য তাহাদিগের উর্ব্বরা ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলগণ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। হিংস্রক পক্ষীর ন্যায় এই পর্ব্বতবাসী ভীলগণ শতবার লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সভ্য মনুষ্যের লুণ্ঠিতধনে ভীলনারী ও ভীল-শিশু পালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের কুটীরে অদ্য সেই পালের সমস্ত যোদ্ধা আসিয়া জড় হইয়াছে, এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই ভীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অবয়ব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত ও সুবদ্ধ পেশী-বিজড়িত। মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, সে পর্ব্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের হৃদয় কঠিন! তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও দুই একটী গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার তীক্ষ্ণ নয়ন বহুদূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত। ভীমচাঁদ স্বামী-ধর্ম্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত। একমাত্র দুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও মমতা ছিল।

ভীমচাঁদের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য যে ভীলগণ বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত, কেবল একখানি কৌপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র ছিল না।

সেই ভীলপালে অদ্য দুই জন আগন্তুক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চন্দ্রপুরের গোকুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পাহাড়জী জাতিতে ভূমিয়া, ভূমিকর্ষণ করা তাঁহার ব্যবসায়। নয়নে ও ললাটে যোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়-বদ্ধ। ভূমিয়াগণ সম্মুখযুদ্ধ জানে না, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত। ফলতঃ মেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুতগণ "মিলিশীয়া" বিশেষ ও অন্যান্য রাজপুতের ন্যায় বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষায় যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত। গোকুলদাস একজন "বংশী", পাঠক, পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অনেক বয়সে, অনেক ক্লেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্যম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই। তাঁহার পুত্র হত হইয়াছে; হত্যাকারীকেও দণ্ড দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে।

ভীলকুটীরে অগ্নির আলোকের চতুর্দ্দিকে এই সকল লোক বসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪।৬ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মহারাণা

প্রতাপসিংহের কথা হইল, হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের কথা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল। পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমিয়া সৈন্যসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বংশীদিগের সহিত, তেজসিংহের সহায়তা করিবেন, তেজসিংহকে পিতার রাজগদীতে বসাইবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তেজসিংহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ভীমচাঁদের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন—লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে। সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে দুর্জ্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুক্কাইত রহিয়াছে, সর্দ্দার ভীমচাঁদের অনুগ্রহে সে এই আট বৎসর নিরালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। ভীমচাঁদের পিতা আমাদের মহারাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীলগণ শত যুদ্ধে, শত বিপদে, রাজপুতদিগের সহযোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু।

ভীমচাঁদ কহিল—আমি তিলকসিংহকে জানিতাম; সেরূপ রাজপুত আর দেখিব না। তিলকসিংহের পুত্রের জন্য ভীমচাঁদের যাহা সাধ্য তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে। রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহাগতদিগকে আশ্রয়দান করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম।

পাহাড়জী কহিল—আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম,

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল—দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিয়া এরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র বশীগণ কতদূর উৎপীড়িত হইবে, আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই যে, দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ উৎপীড়িত না হইতেছে। তাহারা বশী, তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে? কেবল স্বর্গীয় তিলকসিংহের কথা স্মরণ করে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করে! পূর্ব্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পায়। মনে মনে তাহারা দিন গণে, মাস গণে, কবে পিতার গদীতে আপনি বসিবেন সর্ব্বদা সেই প্রার্থনা করে। তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে? তাহারা নিজের উপর এ বৃদ্ধ বয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা সকলেই জানিতেন, সকলেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন—পিতার পুরাতন ভৃত্য! তোমার দুঃখ কেবল জগদীশ্বরই সান্ত্বনা করিতে পারেন; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদী পাইলে চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বশীদিগকে আমি সুখী করিব।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তেজসিংহ কহিলেন—

আর একটী কথা আছে, আমি আহেরিয়ার দিন নাহারা মগ্‌রোতে গিয়াছিলাম।

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারণী-দেবীর নিকট হইতে তেজসিংহ কি জানিয়াছেন, জানিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন—চারণীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চির-প্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল—ভগবান্ জানেন জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে, পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই। তথাপি বৃদ্ধের মতে চারণী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণীর যুদ্ধ হয়, ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাঠোর দুর্গে।

ননু কালমিন যূথপতিবনুক্রনম্।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

রজনী এক প্রহর হইয়াছে; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যমহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সকল বিপদে সহায়তা করিয়াছিলেন। সূর্য্যমহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া অনুচরকে সেই দুর্গ প্রদান করিলেন।

সেই অবধি পুরুষানুক্রমে ভীমগড়ের যোদ্ধাগণ সূর্য্যমহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত, শত আহবে আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া "স্বামীধর্ম্ম" প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুর্জ্জয়সিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমহল অধিকার সময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জঙ্গল ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, অবশেষে ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল; সানন্দে সেই দরিদ্র ভীলভিক্ষাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল, ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অনুচরদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। তাহারা সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া একবাক্যে কহিল—আমরা তিলকসিংহের লবণ আস্বাদন করিয়াছি, আমাদের খড়্গ, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের! আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদীতে উপবেশন করাই।

প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে আলিঙ্গন

করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন—দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটী প্রশস্ত স্থলীতে উপবেশন করিয়াছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই, পরিষ্কার, অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বীর-মণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে, নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এক এক অগ্নির চতুর্দ্দিকে দুইচারিজন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে। যোদ্ধাদিগের কথাবার্ত্তা বা হাস্যধ্বনি বা গীতরব সেই নিশার নিস্তব্ধতায় বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই এক জন যোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে কোন চারণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চারণের গীত, রাঠোরের পূর্ব্ব-গৌরব গীত, শুনিতেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা দূর হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল, ও একেবারে পঞ্চশত-রাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

অগ্নির আলোক সেই প্রাচীন যোদ্ধাদিগের ললাট ও মুখ-মণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে যুদ্ধব্যবসায়ে তাহাদিগের শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, কাহারও ললাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষঃস্থলে বা বাহুতে, খড়্গচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। কেশপাশ কাহারও শুক্ল, কাহারও ঈষৎ শুক্ল, নয়ন

সকলেরই উজ্জ্বল। সকলেই রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছে, আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্য-মহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত! তেজসিংহ যখন পিতার প্রাচীন সেনাদিগকে আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিলেন, তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনিলেন, যখন সেই প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধাঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামীধর্ম্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্লাবিত হইল, তিনি সজলনয়নে পিতার যোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলক-সিংহের পুত্রের এই সৌজন্য দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন—বীরগণ! তোমারই যথার্থ স্বামীধর্ম্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোরকুল তোমাদের স্বামীধর্ম্মে গৌরবান্বিত হইবে, তেজসিংহ তোমাদের স্বামীধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে না।

রাঠোরগণ উত্তর করিল—আমরা স্বর্গীয় তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের খড়্গ তেজসিংহের!

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন, (শুক্ল কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করিয়াছে, কিন্তু নয়নের দীপ্তি আবৃত করিতে পারে নাই),—এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্যমহলের গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেজসিংহকে সেই গদীতে বসাইবার বাসনা করে। বৃদ্ধের জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ! পিতার রাঠোরদিগের মধ্যে

তোমার ন্যায় প্রাচীন কেহই নাই; অথচ হলদীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে।

দেবীসিংহ। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য কিন্তু প্রভু কি বিজয় সন্দেহ করেন? শুনিয়াছি, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের এক সহস্র সেনা আছে; পঞ্চশত রাঠোর কি এক সহস্র চন্দাওয়ৎ-দিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ?

তেজসিংহ। রাঠোরের বীরত্ব আমি সন্দেহ করি না, বিশেষ পিতার অন্যান্য বন্ধুও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমচাঁদের প্রায় দ্বিশত ধনুর্দ্ধর ভীল যোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায় দ্বিশত বলী প্রজা আছে, তাঁহারা সকলেই তিলকসিংহের পুত্রের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত।

দেবীসিংহ। তবে যুদ্ধের বিলম্ব কি?

তেজসিংহ। সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে বিজয় লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার যোদ্ধাগণ! তোমাদিগের অধি-কাংশকে হারাইব।

দেবীসিংহ। প্রভুর জন্য জীবনদান ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে? রাঠোর কি মৃত্যু ডরে?

তেজসিংহ। রাঠোর মৃত্যু ডরে না—পিতা চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে পুনরায় হলদীঘাটায় কে যুঝিবে? বীরগণ! মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যতদিন শোণিত থাকিবে ততদিন বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু

বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে "বৈরি" নিষিদ্ধ! রাজপুতগণ! রাজপুত-ধর্ম্ম পালন কর।

প্রাচীন রাঠোর-যোদ্ধাগণ সকলে নতশির হইল। অনেক ক্ষণ পর দেবীসিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন—তিলকসিংহের পুত্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোরমাত্রের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা, চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা, ম্লেচ্ছ ভিন্ন রাজপুতের আর শত্রু নাই! কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

সকল রাঠোর গর্জ্জিয়া উঠিল—চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপলতা বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমণ্ডল কোমল, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ, শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নত-শির হইল।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের পূর্ব্বকথা একবার স্মরণ হইল। একবিন্দু অশ্রু মোচন করিয়া কহিলেন—চন্দন! বাল্য-কালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার দেখাদেখি ছয় বৎসর কালের সময় তুমি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা কি মনেপড়ে?

পিতা একদিন তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন—চন্দন দেবীসিংহের ন্যায় বীর হইবে, তাহা কি মনে পড়ে?

সকৃতজ্ঞস্বরে চন্দন কহিলেন—প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভূ আমাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।

তেজসিংহ। চন্দন, তোমার বয়স অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথাসময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন।

চন্দনসিংহ। চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাঠোর কি তুর্কীদিগের সহিত যুঝিতে সক্ষম নহে?

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন—সিংহের ঔরসে সিংহ-শাবকই জন্মগ্রহণ করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইবে? চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর; এই অল্প বয়সেই তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গ-রক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।

ধীরে ধীরে চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই অসি স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্পবয়স্ক বীর কহিল—তাহাই হউক! চন্দনসিংহ প্রভু-আদেশে ভীমগড়

অন্য হইতে রক্ষা করিবে। ভগবান্ সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দন-সিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিল, প্রাচীন দেবীসিংহের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু রাঠোরগণ জানে না, প্রাচীন দেবীসিংহ জানেন না, কিরূপ ভয়ানক শোণিতস্রোত ও অগ্নিরাশির মধ্যে এই বিষম পণ রক্ষা হইবে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দাওয়ৎ দুর্গে।

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমী যথা॥

কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল আমরা ভীমগড় ত্যাগ করিয়া একবার সূর্য্য-মহলে গমন করি, তথায় সূর্য্যমহলেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি।

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমহল-পর্ব্বতচূড়া হইতে চন্দাওয়ৎ-পতাকা উড্ডীন হইতেছে ও চন্দাওয়ৎ-রণবাদ্য চারিদিকে শব্দিত হইতেছে। "দরীশালান" অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জ্জয়সিংহ উপবেশন করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে তাঁহার সহযোদ্ধাগণ ঢাল ও খড়্গহস্তে উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দুর্গবাসিগণ দুর্গেশ্বরকে দেখিতে আসিয়াছে; নাগরিকগণ পরস্পরে হল্‌দীঘাটার ও তুর্কীদিগের বিষয় কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ

"সুহেলায়া" অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত চন্দাওয়ৎ বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধাগণ বসিয়াছিলেন; কয়েকমাস পূর্ব্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত বীর উপবেশন করিয়াছেন, হায়! তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অদ্য আর এজগতে নাই। তাঁহাদিগের বীরত্ব ও অকাল-মৃত্যু স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্য যাঁহারা সভায় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে শরীরে যুদ্ধাঙ্ক বহন করিতেছিলেন; কাহারও ললাট, কাহারও দীর্ঘ বাহু, কাহারও বিশাল বক্ষঃস্থল, খড়্গ বা বর্শা বা গুলির অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জ্জয়সিংহের "গোলা" অর্থাৎ দাস-গণ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারা যুদ্ধকালে প্রভুর পার্শ্ব কখনও পরিত্যাগ করে না। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের সহিত প্রায় এক শত "গোলা" গমন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশৎ জনও ফিরিয়া আইসে নাই! গোলাগণ চিরদাস, তাহাদিগের "গোলী" ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহা-দিগের পুত্রকন্যাও দাসদাসী। গোলাদিগের জীবন মরণ প্রভুর হস্তে, তাহারাও প্রভুভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানিত না। গৃহ-প্রান্তে দুর্জ্জয়ের ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ "গোলা" বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ পদে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় শোভা পাইতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিতেছিলেন। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবেন? রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসিদিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, মেওয়ারের শিশোদীয়গণ আরও শোণিতদানে সম্মত আছেন, তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে শিশোদীয়গণও পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন! যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন চন্দাওয়ৎ-ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন মেওয়ারভূমি পরাধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবেন না!

এইরূপ কথা হইতে হইতে চারণদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চারণদেব হলদীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের দুর্দ্দমনীয় সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন, চন্দাওয়ৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাই গাইলেন। বাক্যসাগর মন্থন করিয়া গর্ব্বিত ভাষায়, গর্ব্বিতস্বরে হলদীঘাটার গর্ব্বিত গীত গাইলেন। সভা নিস্তব্ধ ও শব্দশূন্য, চারণের উচ্চ গীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শেষে যখন চারণদেব চন্দাওয়ৎদিগের বীরত্ব কথা বলিতে লাগিলেন, যখন বর্ষাধারা রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহের ভীম মূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে পরিপূরিত হইল।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী যুবা চারণ সভাগৃহে তুকিয়াছিল, সেও একটী গীত গাইবার অনুমতি চাহিল।

দুর্জ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—চন্দাওয়ৎবীর! রাজচারণ যে গীত গাইলেন, আমি সেরূপ গাইব এরূপ সাধ্য নাই। তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন; তবে আকবর কর্ত্তৃক চিতোরদুর্গ অপহরণের একটী গীত গাইব। আকাশের যে বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বত্থ, প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তৃণ দুর্ব্বাও কি তাহাতে পুষ্ট হয় না? সাধুদিগের অনুমতি হইলে এ ক্ষুদ্র কবিও একটী কবিতা রচনা করিতে সক্ষম, সাধুগণ কি সে অনুমতি দান করিবেন?

দুর্জ্জয়সিংহ। চারণদেব! তোমার বিনীতভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। তুমি আমাদিগের অপরিচিত, কিন্তু বীর ও কবি-দিগের গুণই পরিচয়। গীত আরম্ভ কর।

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন, সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যাহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের?

অথবা যাহারা তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের?

তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যে নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধ দান করে, তাহার? অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া * দুর্গ অধিকার করে, তাহার?

---

* চিতোর দুর্গ বিজয়ের সময় পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধদান করিয়া হত হয়েন।

নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে! নারীহত্যাকারীর হৃদয়-শোণিতে রাজপুত খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে, তাহার? অথবা যে বীরবালক* অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছে, তাহার?

বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছে, হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছে! তস্করের হৃদয়-শোণিতে তাহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে।

"সে উন্নত দুর্গ কাহার?

দুর্গরক্ষার্থে যে বীরগণ হত হইয়াছে, দুর্গচ্যুত হইয়া যাহারা পর্ব্বতে বাস করিতেছে, দুর্গ তাহাদিগের!

পুনরায় রাজপুতগণ দুর্গ আক্রমণ করিবে, শত্রুরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবে!"

গীত ক্ষান্ত হইল; যুবকের জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল! সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল—"তুর্কী-রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর দুর্গ অধিকার করিবে!"

দুর্জ্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জ্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, ভ্রুকুটীপূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, চারণ সভাস্থলে নাই!

* চিতোর বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা জীবিত ছিলেন, সুতরাং প্রতাপ যুবরাজ ছিলেন মাত্র। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্ব্বতে ও কন্দরে সপরিবারে বাস করিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গায়ক কে?

জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভ্রুকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যা ন গতো ভয়ম্॥

শিশুপালবধম্।

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গোলীর অঙ্কে স্থাপিত, অন্য একজন গোলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। উভয়ে প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না ও রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবায় অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না! *

---

* পাঠক জানেন, রাজস্থানের রাজ্যতন্ত্র অনেক অংশে ইউরোপের ফিউডল রাজাতন্ত্রের সদৃশ। মহারাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলাধিপতি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ ও ভূমি সম্পত্তি ও প্রজা ছিল, আবার সকলেই শ্রেণীক্রমে মহারাণার অধীন। রাজস্থানের দুইপ্রকার দাস—"বন্য" ও "গোলা"; ফিউডল সময়ের "Colonii" এবং "Slaves" দিগের সদৃশ। "ভূমিয়াগণ" এক কৃষিজীবি "Militia" সম্প্রদায়।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন। উঠিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গোলীগণ গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর প্রধান, অর্থাৎ মন্ত্রী, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—আমি যুদ্ধযাত্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?

প্রধান। সেইক্ষণেই আমি নানাদিকে চর পাঠাইয়াছি। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ। বন্য ভীলদিগের মধ্যে, পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন?

প্রধান। তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ-অনুসন্ধান করিতেছে।

দুর্জ্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান। প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন না। যদি সেই তেজসিংহ এখনও জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে পারে?

দুর্জ্জয়সিংহ। যদি? তেজসিংহের জীবিত থাকার বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে?

প্রধান। প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে? সে জীবিত থাকিলে আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্য? সেই বা এত দিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কি জন্য? প্রভু, মিথ্যা

চিন্তা করিবেন না, ঐ হ্রদগর্ভে তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

দুর্জ্জয়সিংহ। প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে, কিন্তু সেই বালককে দুইবার, বোধ করি, তিনবার দেখিয়াছি।

প্রধান। কবে?

দুর্জ্জয়সিংহ। ভীলগণ বা ভূমিয়াগণ কবে বর্ষা নিক্ষেপ করিতে জানে? হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন এক দল ভীল ও ভূমিয়াবেশী বর্ষা ও অসি হস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল!

প্রধান। এ যথার্থই বিস্ময়ের কথা।

দুর্জ্জয়সিংহ। বিস্ময় কিছুমাত্র নাই, তাহারা ভীল নহে। কয়েকজন রাঠোরযোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক! চিতোরধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অসুরবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, তিলকসিংহের বালক পিতা অপেক্ষা যুদ্ধে ন্যূন নহে!

মন্ত্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। দুর্জ্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন—সেই হলদীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্ষা কম্পিত হইয়াছিল! দুর্জ্জয়সিংহের বর্ষা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জ্জয়সিংহের চির-শত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল! কিন্তু আহেরীয়ার দিন স্মরণ হইল, বর্ষা আমার হস্তেই রহিল।

প্রধান। আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। তাহা নহে। কিন্তু বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ গৃহ-কলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অন্বেষণ কিজন্য ?

দুর্জ্জয়সিংহ। যেদিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেই দিন দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে! সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। অন্বেষণে আমার ত্রুটী নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ পাই নাই। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন ?

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখ ক্রমে ভ্রূকুটী ধারণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর দুর্জ্জয়সিংহ ক্রোধকম্পিতস্বরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— অদ্য যে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি ?

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোষে দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন—বৃথা মন্ত্রীত্ব কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! উঃ, সেই অবধি আমার মন সন্দেহপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সন্দেহের আর কারণ নাই। নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিঘাংসাপূর্ণ-হৃদয় ভ্রান্ত হয় না! সেই চারণকে দেখিয়া অবধি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আমার জিঘাংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে! মন্ত্রিবর! সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিষয়ক নহে, সে দুর্জ্জয় সিংহকর্ত্তৃক সূর্য্যমহল ধ্বংসবিষয়ক! জটাচ্ছাদিত সেই জ্বলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, সেই তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানের পুষ্প।

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै
रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितम्।
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः।

अभिज्ञानशकुन्तलम्।

পাঠক! চল, দুর্জ্জয়সিংহের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই পর্ব্বতের উপর অন্য একটী স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, যাইতে কষ্ট হইবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, সুন্দর পুষ্পোদ্যানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিব।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এখনও সূর্য্যমহল পর্ব্বতের উপর একটী পুষ্পোদ্যানে একজন রাজপুত বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উদ্যানে জীবমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির উজ্জ্বল নয়নে সেই নীল

নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন দুই একটী শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া দুই একটী গীতের অংশমাত্র মৃদুস্বরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্বঙ্গীকে সেই চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী অপ্সরা বলিয়া ভ্রম হয়! বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুইটী উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্প বয়সেই কোন চিন্তা সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে। নয়ন দুটী ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সুন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

চন্দ্রালোক বৃক্ষপত্র ও পুষ্পের উপর রৌপ্যের ন্যায় পতিত হইয়াছে। নিশীথে পুষ্পগণ যেন নিজ নিজ বক্ষের আবরণ ত্যাগ করিয়া শীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে। পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প চয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উদ্যানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহুর উপর, সেই অনাবৃত স্কন্ধের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর, শীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ করিতেছে, যেন নীরবে সেই প্রশস্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় চুম্বন করিতেছে!

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন? ঐ চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসম্ভবা কোন অপ্সরা জগতের পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনা-

শক্তি কি এই অপূর্ব্ব সুন্দর নিশীথে একটী অপরূপ মায়ামূর্ত্তি গঠন করিয়াছে? না জগতের কোন মানবীর ঐ ললিত বাহু-যুগল, ঐ সুগোল ললাট ও গণ্ডস্থল, ঐ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়! নিশীথের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর দুই একটী কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিম্বোষ্ঠের পরিমল পান করিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দূর হইতে একটী বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল! সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিনিন্দিতস্বরে যেন একটী নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর শব্দ পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ন্যায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া পুষ্প চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন, যেন সেই শব্দটী পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"!

যেদিক্ হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল, পুষ্প সেদিকে চাহি-লেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করি-তেছে। পুষ্প চারণদিগের গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে ধীরে চারণের নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

"রাজপুত কামিনীগণ, পুরাকালের একটী গীত শুন, সত্যপালনের একটী গীত শুন! সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা ও দশম বর্ষের একটী বালকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালকবালিকা পরস্পরকে বরণ করিল। বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"বিপদ মেঘরাশির ন্যায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল? যুদ্ধে হত হইল বা জলে মগ্ন হইল, কে বলিবে বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুতবালিকা সত্য ভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন; সে বীরের ঐশ্বর্য্য অতুল, পরাক্রম অসীম, যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে! বালিকা কি সে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"চন্দাওয়ৎ লোভ প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, "আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি।" চন্দাওয়ৎ ভয়-প্রদর্শন করিলেন, বালিকা বলিলেন, 'আমি রাঠোরকে সত্যদান করিয়াছি'। চন্দাওয়ৎ বলপূর্ব্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন, 'চন্দাওয়ৎবীর অপেক্ষা মৃত্যু বলবান্'। রাজপুতবালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

"রাঠোর কোথায়? পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছে, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতেছে, মহারাণার যুদ্ধ যুঝিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাজপুতবীর অবশ্য জয়ী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হয়েন, রাঠোর সত্যভঙ্গ করিবেন না। রাজপুতবালিকা কখনও সত্যভঙ্গ করে না।"

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্র বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের গূঢ় ভাবসমূহের উদ্রেক হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন—এ নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কাননবাসী চারণের শ্রোতা কেহ নাই, কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন গীত গাইবে।

আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে চারণ ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মিত হইলেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহুতে বীণা লম্বিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে! তথাপি সেই ললাট ও সেই নয়ন যেন পরিশ্রমে বা শোকে ঈষৎ ম্লান, ঈষৎ চিন্তাশীল! চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন—কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপন নির্জ্জন কাননে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কুমারীর শ্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথায় পাইবে?

পুষ্প আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন—চারণদেব এ গীত কোথায়

শিখিলেন ? পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে চারণদেব কহিলেন—গহ্বরে ও কাননে যাহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাঁহার নিকট শিখিয়াছি !

পুষ্প। গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস ?

চারণ। যিনি পৈতৃক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন !

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন—চারণদেব ! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন ?

চারণ। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গ দৃষ্ট হইয়াছিল ; পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরখড়্গ দৃষ্ট হইবে !

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন—জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন !

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবি ! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জ্জন করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি দেখিয়াছিলেন ? যাহাকে জগৎ বিস্মৃত হইয়াছে, যাহাকে বন্ধুবান্ধব বিস্মৃত হইয়াছে, যে ভীল বা ভূমিয়াদিগের ভিক্ষাহারী, নিবিড় কানন বা পর্ব্বতকন্দরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার চিন্তা করে ?

চারণের স্বর কম্পিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে শেষে কহিলেন—আমিও গহ্বরবাসী, সেই রাঠোরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এইজন্য জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে ?

পুষ্প। কেবল এইমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুতবালা সত্যপালন করিবে !

চারণ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্ব্বপরিচিত ?

এবার পুষ্প লজ্জিতা হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন—সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন—দেবি! যেদিন আমাকে তেজসিংহ এই গীত শিখাইয়াছিলেন, সেই দিন এই স্বর্ণ অঙ্গুরীয়টী আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন—গীতোল্লিখিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী তাঁহাকে দিও। অদ্য দেবীকে দেখিতে পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দি!

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনিন্দিত তরুণবয়স্ক চারণের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্তপ্রসারণ করিলেন। তাঁহার দেহলতা কাঁপিতেছিল—কি জন্য ?

চারণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। পুষ্প নয়ন মুদিত করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন চারণের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে, যেন চারণের তপ্ত ওষ্ঠ সে হস্ত একবার স্পর্শ করিল!

প্রকৃতই কি চারণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন ? না, এ কেবল পুষ্পকুমারীর কল্পনামাত্র ? পুষ্প চাহিলেন, পুনরায় সেই দেববিনিন্দিত বপুঃ ও উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিশাল নয়ন দেখিলেন, ঈষৎ চেষ্টা দ্বারা হস্ত ছাড়াইয়া

লইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য পুষ্পের ললাট ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল!

চিত্তসংযম করিয়া পুষ্প পূর্ব্ববৎ অকম্পিতস্বরে কহিলেন—চারণদেব! সে বীরপুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই। কিন্তু যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটী তাঁহাকে দান করিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্য-পুষ্প।

गाढ़ोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां ।
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वाऽन्यरूपाम् ॥

मेघदूतम् ।

রজনী শেষ প্রায়, এরূপ সময়ে তেজসিংহ সূর্য্যমহল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চারণের বেশ ত্যাগ করিয়া ভীমচাঁদের পালের নিকট হইতে সেই পর্ব্বত হ্রদে প্রাতঃস্নান করিতে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন এরূপ সময়ে হ্রদতট হইতে ভীল-ভাষায় একটী গীত শুনিতে পাইলেন। এই নিস্তব্ধ রজনীতে কে গীত গাইতেছে? উৎসুক হইয়া তিনি হ্রদপার্শ্বস্থ একটী

ঝোপের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন, একটী তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপর সেই চন্দ্রালোকে একজন বালিকা বন্য-ফুল চয়ন করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গীত গাইতেছে। বিস্মিত হইয়া চিনিলেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা।

তেজসিংহ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলেন—বালিকা!

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল—আমি তোমার জন্য বনের ফুল তুলিতেছি।

তেজসিংহ। এ কি বালিকা! এত রাত্রে একাকী এস্থানে ফুল তুলিতেছিস্ কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আয়।

বালিকা। এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস, তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি। বালিকা হাসিয়া উঠিল!

তেজসিংহ ভ্রুকুটী করিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। লইব বৈ কি, দে না।

বালিকা। আমি পরাইয়া দিব।

তেজসিংহ। দে, পরে বাড়ী আয়।

বালিকা। ও কি, তোমার বুকে কি?

তেজসিংহ। একটী ফুল।

বালিকা। ফেলিয়া দাও।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। ও যে বাগানের ফুল।

তেজসিংহ। তাহা হ'লই বা, আমি ফেলিব না।

বালিকা। তবে আমি এ মালা পরাইব না।

তেজসিংহ। কেন ?

বালিকা। মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।

চকিতস্বরে তেজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ?

বালিকা। বাগানের ফুল বড় লোক, বনের ফুল ছোট লোক বন্য-ফুলের মালা গলায় দেখিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটী রাগ করিবে।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—ফুল কি আবার রাগ করে ?

বালিকা। করে না ? তবে তুমি ঐ ফুল ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন ?

তেজসিংহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে একাকী কোথায় গিয়াছিলে ?

তেজসিংহ। কেন ?

বালিকা। পথে যে ভয় আছে।

তেজসিংহ। কিসের ভয় ?

বালিকা। চোরের।

তেজসিংহ। কৈ, আমি ত তাহা জানি না।

বালিকা। তোমার কিছু চুরি করে নাই ?

তেজসিংহ। না।

বালিক তেজসিংহের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল ?

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হইলেন! এই ভীলবালিকা

কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয় দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? না, তাহা ত সম্ভব নহে, এই মাত্র ত সে একটী প্রস্তর রাশির উপর বসিয়া ফুল তুলিতেছিল। তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীল বালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—কেমন একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?

তেজসিংহ। না, চুরি হয় নাই, কোথাও রাখিয়া আসিয়া থাকিব।

বালিকা। আমি খুঁজিয়া দেখিব?

তেজসিংহ। দেখিস্।

বালিকা। যদি পাই তবে আমার?

তেজসিংহ। হাঁ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল! শেষে বলিল—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। না, লইব না, তুই বাড়ী আয়।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হ্রদে স্নান সমাপন করিয়া তেজসিংহ চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকাকণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন। এবার সে ধ্বনি পরিষ্কার ও সপ্তস্বরমিলিত, বোধ হইল যেন সেই অনন্ত পর্ব্বত-রাশিকে আকুল করিয়া সে খের্দানিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! ভীলবালার হৃদয়ের সেই সরল গীতটী কিরূপে আমরা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিব?

গীত।

বন্য ফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়।
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল, দেখে ধায় অলিকুল,
গন্ধশূন্য বন্য-ফুল ভূমিতে লুটায়।
গন্ধ-পুষ্প মনোলোভা, হৃদয়-নয়ন-শোভা,
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায়!
নীরবেতে বার বার, বন্য-ফুল চাহে সার
জীবন-বিহনে তার, জীবন শুকায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে আলোকচ্ছটা।

न पृथग्जनवत् शुचो वशं वशीनामुत्तम गन्तुमर्हसि ।
द्रुमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि तेऽचला ॥

रघुवंशम् ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবনদান করিল। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিল না, অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘ মাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্যে দেখা দিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ বৃথা চেষ্টা, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল-সেনানী শাহবাজ খাঁ কমলমীর দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাড়ওয়ারে যাইবার জন্য যে পর্ব্বত-উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্ব্বতদুর্গ নির্ম্মিত। দুই পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতরাশি মধ্যে পর্ব্বততরঙ্গ ও প্রস্তররাশির উপর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়ওয়ারও শত্রুদলস্থ, সেইদিক্ হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যতদিন সাধ্য ততদিন এই পর্ব্বতদুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীয় জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাতুলহস্তে অর্পণ করিয়া অন্য দুর্গ রক্ষা করিতে যাইলেন। প্রতাপসিংহের মাতুল বিজলীর প্রমরকুলাধিপতি যুদ্ধপ্রারম্ভে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন, গৌরব রক্ষার্থ প্রমরকুল সানন্দে জীবনদান করিলেন! কমলমীর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ পশ্চিমে চাওয়ন্দ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, অতিশয় দুরাক্রম্য, এস্থানে কেবল পার্ব্বতীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়ন্দদুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে শত্রুগণও নিরস্ত রহিল না। কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতী ও গগুন্দ দুর্গ বেষ্টন করি-

লেন, মহবৎ খাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, ফরিদ খাঁ প্রতাপের চাওয়ন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারাইলেন না, যতদিন মেওয়ার দেশে একটী পর্ব্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, ততদিন সেই নির্ভীক যোদ্ধা পর্ব্বতকন্দরে ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, স্থির করিলেন! পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজপুতসেনা লুকাইত থাকিত; উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অনুচরগণ প্রতাপসিংহের আদেশ লইয়া যাইত; নিশীথে পর্ব্বত-চূড়ায় দীপালোক দেখিলে প্রতাপের সেনাগণ তাহার অর্থ বুঝিত! এইরূপ ইঙ্গিতে প্রতাপ নিজ সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে পলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রুগণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ সসৈন্যে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ করিতেন! চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পর্ব্বত-দুর্গ একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্যকায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মানসিংহ, শাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহবৎ খাঁ, চারিদিক্ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত! প্রতাপসিংহ শিশোদীয় নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন!

ফরিদ খাঁ সসৈন্যে চাওয়ন্দদুর্গ হস্তগত করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতেছিলেন। সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে সেই পর্ব্বতের চারিদিকে নীত হইল ইঙ্গিতে

প্রতাপের সেনাগণ প্রতাপের উদ্দেশ্য বুঝিল। অবিলম্বে ফরিদ খাঁ চারিদিকে অবিশ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন, সেই গভীর পর্ব্বত-গুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা তাঁহার এক জন সৈন্য আর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না!

চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় বিপদ্ যত রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন যত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অর্থ, সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা, যত হ্রাস পাইতে লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্যবসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! সেই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তিনি জগতের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্তে রক্ষা করিবেন, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক শিলাখণ্ডে বীরত্বের নাম অঙ্কিত করিবেন!

ভবিষ্যৎ গগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুতালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতর চমকিত হইতে লাগিল! দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল, জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোক চমকিত হইল!

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও মোগলগণ ব্যর্থযত্ন হইয়া সে বৎসরও মেওয়ার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

অস্থায়ী জগতে স্থায়ীত্ব ।

शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष्यं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति ।

रघुवंशम् ।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্য আসিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন!

পুনরায় পর্ব্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পর্ব্বতদুর্গ একে একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পর্ব্বতকন্দর ও নিৰ্জ্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক কিন্তু নির্ভীক রাজপুতদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন; স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন; সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল, অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না, মেওয়ার বিজয়ী হইল না!

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের সহিত মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল। নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহ অনেক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে ও নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিতেন, মেওয়ারের মহারাজ্ঞী ও রাজপুত্র গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন, শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কথন বন্য ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কথন বন্য পশুর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন, শীতে, গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্ব্বত ভিন্ন অন্য আশ্রয় পাইতেন না, কথন কথন ক্ষেত্রের দূর্ব্বা ভিন্ন অন্য খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না!

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে শ্রুত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রুত হইল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় রব করিতে লাগিলেন, যাহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই!

মহানুভব আকবর এই ক্ষত্রীয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন। দিল্লীর মণি-মাণিক্য-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরিদ্র গহ্বরবাসী প্রতাপ-সিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল!

প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটী লোকের অধীশ্বর আকবরসাহের সহিত যুঝিয়াছিলেন! তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা-রক্ষা করিয়াছিলেন! পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই!

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ কর। উহা আমাদিগের অসার লেখনী-নিঃসৃত নহে, প্রতাপ-সিংহের পরম শত্রু আকবরসাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ্ খান্‌খানান্ সেই দরিদ্র হিন্দুদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া উহা লিখিয়াছেন।

খান্‌খানানের কবিতা।

"জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী,

"ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,

"কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না!

"প্রতাপ ভূমি ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন,

"প্রতাপ মস্তক নত করেন নাই,

"ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতীর নাম রাখিয়াছেন!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিতা।

কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী ?

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, মেওয়ারের আকাশ মেঘচ্ছায়ায় আরও আবৃত হইতে লাগিল। শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় নগর, গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, সমুদয় দুর্গ একে একে হস্তগত করিল। কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার বিজয় হইল না।

একদা সমস্ত দিন সংগ্রাম হইল। অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, প্রতাপসিংহ কখন আনায়বেষ্টিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধদান করিতেছেন, কখন বা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সরিয়া যাইতেছেন, পুনরায় নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় সহসা অন্যদিক হইতে শত্রুকে আক্রমণ করি-

তেছেন। সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল, রজনীর আগমনেও সে বিষম যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল না।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতক-গুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী কাষ্ঠাধার লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না, সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভীমচাঁদের ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া সেই আধার ভীমচাঁদের পালে আনিতে-ছিল। আকাশে তারা নাই, জগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন আর কেহ সে অন্ধকার রজনীতে সে জঙ্গলাচ্ছাদিত পর্ব্বতপথ দিয়া আসিতে পারিত না। ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিশ্বাসশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার পালের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই পালের ভিতর একটী পর্ব্বতগহ্বর ছিল, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন। আধার সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল, ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল।

সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই ভীলবাহিত আধারে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা পুষ্পকুমারী গহ্বরে আনীতা হইলেন। এ অনন্ত যুদ্ধে সূর্য্যমহলে রাণীদিগেরও স্থান নাই, সুতরাং দুর্জ্জয়সিংহের পরিবার পূর্ব্বেই অন্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য কোন অপরিচিত যোদ্ধার আদেশে পুষ্প সূর্য্যমহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন।

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জলিতেছিল। সেই দীপালোকে পুষ্প বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরীয়সী রাজপুতরমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীরকখণ্ড জলিতেছে, নয়ন হইতে

নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি পরিশ্রমে বা ক্লেশে বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না।

সূর্য্যমহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুষ্প অন্য নারীর মুখ দেখেন নাই, অন্য নারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ভীলদিগের আবাসে আসিয়া পুষ্প চকিত হইয়াছিলেন, ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন! ক্রমে সেই গহ্বরের স্তিমিত দীপ-লোকে যখন আর একজন রাজপুত রমণীকে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার উজ্জ্বল রূপলাবণ্য এবং মুখের কমনীয়তা ও মধুরতা দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটা ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি জানি না, কাহাকে আমার সম্মুখে দেখিতেছি জানি না। বোধ হয় আপনি কোন উন্নত বংশীয়া রমণী হইবেন, বোধ হয় এই যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন, বোধ হয় আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি যিনিই হউন আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন—পুষ্পকুমারী আশ্রয় হীনা ও অভাগিনী।

পুষ্পকুমারীর করুণস্বর ও নয়নজল দেখিয়া অপরিচিতা রমণী

বাৎসল্যের সহিত তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন—মা পুষ্প, অদ্য তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। এ গহ্বর ভীলদিগের, ভীলগণ বিপদের সময় আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে। একজন রাজপুত যোদ্ধাও এই স্থানে বাস করেন, তিনিও আমাদিগের রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন। তিনিই আমাকে শত্রু হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েক দিন হইল এইস্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তোমাকেও নিরাপদে রাখিবার জন্য অদ্য এই স্থানে আনাইয়াছেন। যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকটে থাকিও, আমার পুত্র কন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।

এ বাৎসল্যপূর্ণ স্নেহের কথাগুলি কাহার? পুষ্প অনেক দিন হইতে এরূপ স্নেহের কথা শুনে নাই, বহুদিন পর স্নেহবাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নিঃশব্দে দরবিগলিত ধারায় পুষ্প রোদন করিতে লাগিল, দরবিগলিত ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অপরিচিতা অধিকতর অনুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাস দান করিলেন ও কহিলেন—শান্ত হও, আমার স্বামী মেওয়ারে অপরিচিত নহেন, এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয় তিনি তোমাকে সহায়তা করিতে পারিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যৎ-বাণী।

> সমগ্রা ধরিত্রী তব বিক্রমেণ জ্যায়াংশ্চ বীর্য্যাস্ত্রবলৈর্বিপক্ষঃ।
> অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্বিধেয়ঃ প্রকর্ষতন্ত্রা হি রণে জয়শ্রীঃ॥
>
> কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

অপরিচিতা রমণী পুষ্পের সহিত কথা কহিতেছেন, এরূপ সময় মহারাণা মগ্‌রোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারণী দেবী অগ্রসর হইয়া আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন—দেবি! অদ্য জানিলাম, এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বর পবিত্র ও আলোকপূর্ণ, সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম। অবগুণ্ঠন ত্যাগ করুন, মহারাজ্ঞি! চারণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।

তখন মহারাজ্ঞী প্রতাপসিংহের মহিষী, অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্ব্বতগহ্বর

আলোকপূর্ণ হইল। সেই উন্নত ললাটে একটা হীর যদি ঝক্‌মক্ করিতেছে, সেই উন্নত বক্ষঃস্থলে এক ছড়া মুক্তাহার দোদুল্যমান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের মহারাজ্ঞী তখন চারণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, স্তব্ধ হইয়া পুষ্প সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী। চারণী মাতা, আজি তোমাকে দেখিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইলাম, বিপদের দিনে তুমি চিরকালই আমাদের সহায়। বিপদ ও সঙ্কট মহারাণার অপরিচিত নহে, আমার নিকটও অবিদিত নহে, তথাপি এরূপ ঘোর বিপদরাশি পূর্ব্বেও কখন বোধ হয় মেওয়ার প্রদেশে দেখা দেয় নাই। বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্ত্রী পুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। পুত্র-কন্যা লইয়া আমি দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়াছি, অবশেষে কয়েক দিন হইতে এই ভীলদিগের গহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখানেও আমরা নিরাপদ নহি, তুর্কীগণ বোধ হয় আমাদের কোন সন্ধান পাইয়া এই দিকে আসিতেছে। ঐ দূর উপত্যকায় অদ্য মহারাণার সহিত তুর্কীদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে, সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, তুর্কীদিগের যুদ্ধনাদ এখনও শুনা যাইতেছে। আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে, চারণী মাতা, মহারাণার কুশল সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারণী। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং ঈশানী আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজ্ঞী। মাতা, তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম,

.র মুখে পুষ্প চন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী নিজের
.পদ ডরে না, সে বিপদ তুচ্ছ করিয়া শত্রুগণকে উপহাস করিয়া
শিশোদীয় ধর্ম্মানুসারে জীবনত্যাগ করিয়া আপন মান রক্ষা
করিতে জানে। কিন্তু রাজা ও রাজ-শিশুগণের জন্যই আমার
চিন্তা। মেওয়ার প্রদেশে রাজশিশুগণের মস্তক রাখিবার স্থান
নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুর্কী হস্তে পতিত হইবে?
মেওয়ারের ইতিহাস কি অদ্যই শেষ হইল?

শিশুদিগের বিপদ স্মরণে সেই বীর-হৃদয় একবার দ্রবীভূত
হইল, সেই উজ্জল নয়নদ্বয় একবার জলে পূর্ণ হইল। পুষ্প নিজের
দুঃখ ও বিপদ ভুলিয়া গেলেন, সেই দেবীতুল্যা মহারাজ্ঞীর দিকে
তিনি ভক্তিভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞীর নয়নের
জল দেখিয়া পুষ্পের নয়নও শুষ্ক ছিল না।

চারণী। শিশোদীয়কুলে যতদিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের
ইতিহাস ততদিন লুপ্ত হইবে না। মহারাজ্ঞি, শান্ত হউন, রাজ-
শিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। ভীলগণ শিশোদীয়ের
চিরবিশ্বাসী, মহারাণা উদয়সিংহকে এই ভীল-সর্দ্দার ভীমচাঁদের
পিতা এই গহ্বরে স্থান দিয়াছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরি-
বারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, এই
গহ্বরের অনতিদূরে জাউরার খনি আছে, জাউরার খনির
ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, আহবের শব্দ প্রবেশ করে না,
মহারাণার পরিবার তথায় নিরপদে থাকিবেন। এ কাল সমর
শীঘ্রই অবসান হইবে।

রাজ্ঞী। চারণী, তোমার বচনে আমি আশ্বস্ত হইলাম।
যুদ্ধে, বিপদে, রাজপুতের হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসদিগের

কথা স্মরণ করিয়া একবার নারীর মন ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, মেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, মেওয়ারের রাজ-মহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল গহ্বর আমার প্রাসাদ স্বরূপ হইবে।

চারণী। এ স্থানে রাজপরিবার কোন ক্লেশ পাইবেন না, কেন না, এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত যোদ্ধার আশ্রয় স্থান।

মহারাজ্ঞী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর যোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্য এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইয়াছেন। যোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে, কি জন্য সেই বীরা-গ্রগণ্য আশৈশব লোকালয় ত্যাগ করিয়া ভীলদিগের সঙ্গে এই গহ্বরে বাস করিতেছেন, কি মহাব্রত সাধনার্থ পর্ব্বত ও অরণ্য-বাসী হইয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এই সঙ্কট ও বিপদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাই নাই, পরিচয় দান করিতেও তিনি বড় ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এই বিপদ রাশি হইতে যদি উত্তীর্ণ হই তাহা হইলে আমাদিগের দুর্দ্দিনের বন্ধুকে আমি বিস্মৃত হইব না, মহারাণাও বিস্মৃত হইবেন না!

উদ্বেগে পুষ্পের হৃদয় স্তম্ভিত হইল, তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইল। মহারাজ্ঞী কি সেই রাঠোর যোদ্ধার কথা কহিতেছেন? সেই রাঠোর যোদ্ধা পিতৃদুর্গ চ্যুত হইয়া অবধি কি এই ভীষণ গহ্বরে বাস করিতেছেন?

চারণী। দেবি! সে যোদ্ধার দীর্ঘ ইতিহাস অন্য একদিন কহিব, অদ্য ক্ষমা করুন। অদ্য কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে, ভীলপালিত তেজসিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অনুচর মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে যতদিন খড়্গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে যতদিন শোণিত আছে, আপনাদিগের ততদিন বিপদ নাই।

পুষ্পের শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় আনন্দে ও উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজ্ঞী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাহার স্বামীভক্তির কি পুরস্কার দিতে পারি?

পুষ্পের হৃদয় পুনরায় উদ্বেগপূর্ণ হইল, তিনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া চারণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারণী। মহারাজ্ঞি! সেই তেজসিংহের নিরাশ্রয়া বাগদত্তা পত্নী আপনার চরণতলে! বালিকা পুষ্পকুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুণ্ঠন ত্যাগ কর, চারণীর নিকট সঙ্গোপনচেষ্টা বৃথা। যিনি শিশোদীয় জাতির একমাত্র পূজ্যা, যিনি মেওয়ার প্রদেশের আশ্রয়ভূতা, অদ্য সেই মহারাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিস্ময় ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া পুষ্পকুমারী সাশ্রুনয়নে মহারাজ্ঞীর চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ্ঞী অনেক আশ্বাসবাক্য দিয়া পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন—পুষ্প তোমাকে পূর্ব্বেই আমি বাক্যদান করিয়াছি, তুমি আমার

কন্যা আমি তোমার মাতা; আমার অন্য সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজ্ঞী অদ্য ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্বাস দিতে পারে না।

অন্যান্য অনেক কথার পর মহারাজ্ঞী চারণী দেবীকে পুনরায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারণীদেবী উত্তর করিলেন—মহারাজ্ঞি, চিন্তা করিবেন না, মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।

রাজ্ঞী। কিরূপে সে বিজয় সাধন হইবে তাহা কি জানিতে পারি?

চারণী। রাজার বল অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়। অস্ত্রে যাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন, এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের স্বার্থত্যাগে মেওয়ারের বিজয়।

রাজ্ঞী। দেবি! তোমার বাক্য আমার চিন্তিত হৃদয়ে শান্তি দান করিল, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

চারণী। মহারাজ্ঞী যাহা আদেশ করিবেন, চারণী তাহা সানন্দে পালন করিবে।

রাজ্ঞী। চারণী দেবি! তোমাদিগের মুখে শুনিতে পাই, দিল্লীর সিংহাসন ও সমস্ত হিন্দুস্থান পূর্ব্বে রাজপুতদিগের ছিল। রাণা পৃথ্বিরায় না কি পূর্ব্বে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, ৫০ বৎসর হইল রাণা সংগ্রামসিংহ না কি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যুঝিয়াছিলেন। পুনরায় কি আমরা কখনও দিল্লী অধিকার করিব? হিন্দুস্থানের দূর ভবিষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয়ের বিজয়?

চারণীদেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার ললাট

মেঘাচ্ছন্ন হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টিহীন স্থির নয়ন অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন—মহারাজ্ঞি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্ষীণ, ভবিষ্যৎ আকাশে আমি বহুদূর দেখিতে পাই না। অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার! রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে! বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ, সে আর কিছু দেখিতে পায় না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমহল ধ্বংস।

हाहाकारः समभवत् तत्र तत्र सहस्रशः ।
अन्योन्यं छिन्दतां शस्त्रै रादित्ये लोहितायति ॥
महाभारतम् ।

কি জন্য ও কি অবস্থায় রাজ-পরিবার ভীল-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী স্বামীর ন্যায় স্বদেশপ্রিয়া ছিলেন, ক্লেশ যাতনা তুচ্ছ করিয়া প্রস্তরের উপর রজনীতে শয়ন করিতেন, স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া শিশুকে খাওয়াইতেন, বিপদের সময়ে পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, কন্দর হইতে অন্য কন্দরে পলাইতেন, তথাপি সন্ধি প্রার্থনার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতেন না। হিংস্রক জন্তুর

আবাসস্থানে মহারাজ্ঞী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, শীতকালে পাহা-ড়ের উপর অগ্নি জ্বালিয়া সন্তানদিগের শীত নিবারণ করিতেন, বর্ষাকালে কখন কখন পর্ব্বতকন্দর ভাসিয়া যাইলে সিক্তবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিশুক্রোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের দূর্ব্বার রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতেন, কখনও বা প্রস্তুত রুটী ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, তথা হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন, তথাপি মোগলের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিতেন না।

এইরূপ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও মহারাণা মোগলদিগের সহিত প্রতি বৎসর যুদ্ধদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও পাইলেন না! অবশেষে তিনি চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সূর্য্যমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, স্বয়ং আপন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে নানাদিক্ হইতে বার বার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া সূর্য্যমহল বেষ্টন করিল। মেওয়ারের প্রধান যোদ্ধাগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত রাজপুতের ভ্রাতা। দুর্জ্জয়সিংহ নিঃসঙ্কোচে তেজসিংহ ও

তাঁহার রাঠোরগণকে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিতে দিলেন, কেননা তেজসিংহ রাজপুত, বিশ্বাঘাতকতা জানেন না, রাজকার্য্যসাধনার্থ দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসঙ্কোচে শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অল্প সৈন্য লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেননা দুর্জ্জয়সিংহ রাজপুত, বিদেশীয় যুদ্ধের সময় তেজসিংহের উপর *কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে স্থানে অতিশয় বিপদ্ হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্য বলে আক্রমণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই সেই স্থানে প্রথমে যাইবার উদ্যম করিতেন, কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে, চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে। একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গের একটী দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল, ও সেই পথ দিয়া মোগলগণ দুর্গে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দুর্গবাসী এই বিপদ্ দেখিয়া যেন চকিতের ন্যায় রহিল, সহসা তেজসিংহ বজ্রনাদে কতিপয় মাত্র রাঠোর সঙ্গে লইয়া শত্রুমধ্যে পড়িলেন, অসুরবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। অমানুষিক বেগে শত্রুসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন, পরে পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইলে লম্ফ দিয়া প্রাচার অতিক্রম করিয়া শোণিতাপ্লুত-দেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন! এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসী জয়নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল। দুর্জ্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয়নাদ শুনিলেন, রজনী প্রভাত হইলে

দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিবার আদেশ দিলেন। দ্বিশতমাত্র চন্দাওয়ৎ লইয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে সহসা পঞ্চশত মোগলকে আক্রমণ করিলেন, সহসা আক্রান্ত মোগলগণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পলাইল। অসমসাহসী চন্দাওয়ৎ পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, চন্দাওয়তের বীরত্বযশে দুর্গ পরিপূরিত হইল!

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের বীরত্বে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রজনীতে শয্যা তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রালোকে বা মশালের আলোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতেন, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেন, আপন আপন সৈন্যগণকে সাহস দান করিতেন। শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতেন, পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন, পরে যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন!

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর, কপটাচারীতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরম

শত্রুর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই! সম্রাটের বাক্য লঙ্ঘন হইয়াছে, সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই!

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, অবশেষে সূর্য্য-মহলের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধেয় বোধ হইল না। অতিশয় যত্নে রাজপরিবারকে ভীমগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও অন্যান্য যোদ্ধাগণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন, পরে যোদ্ধাগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণ-ধারণ করিয়া তথনও দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল। আরও এক মাস দুর্গ রক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উদ্ঘাটিত হইল, মোগল-গণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম, বর্ণনা করিবার আব-শ্যকও নাই। রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার জন্য কিরূপ যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল, কিন্তু দশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না, রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্দুকের ধূমে ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্য-মহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্ন ভিন্ন

ও শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুরবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই খড়্গহস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—দুর্জ্জয়সিংহ! চন্দাওয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওয়তের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।

দুর্জ্জয়সিংহ। মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল। রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়ে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইলেন। সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমগড় ধ্বংস।

क्क गताः पृथिवीपालाः ससैन्यबलवाहनाः ।
प्रमाणसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठति ॥

महाभारतम् ।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীমগড়নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিল, যুদ্ধ বোধ হয় এ বৎসরের জন্য ক্ষান্ত হইল, কিন্তু সে আশায় তাহারা অচিরে নিরাশ হইল।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে থাকিতেন না। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিতেন। স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন, সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত সৈন্য লইয়া নিশ্চিন্ত মোগলদিগকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য জড় হইবার পূর্ব্বে যেন ভূগর্ভে বা পর্ব্বতগহ্বরে লীন হইয়া যাইতেন।

দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার বিজয় হইল না।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিয়াছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাযোগে এই সহসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল বালক চন্দনসিংহ পাঁচ শত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিল, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গ ত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুর্গ প্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বালক চন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

চন্দন! অদ্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজপরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইয়া যাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চ শত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গ রক্ষা করা অদ্য তোমার কার্য্য!

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন—প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার, মহারাণার জন্য এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন—চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার আর চিন্তা নাই। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিলেন—কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাঁহাকে কি বুঝাইবে?

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন, কোন্ স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইলেন, পাঠক পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনশত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যেস্থানে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতিশয় কষ্টসাধ্য,

রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অসাধারণ, এবং সেই পর্ব্বতরাশি অপেক্ষা তাহাদিগের হৃদয় স্থির ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুই শত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, যুদ্ধনাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল। সে ঘোর রজনীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবে, অদ্য মহারাণার পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশায় ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজপুতশ্রেণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পর্ব্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, সুতরাং মুসলমানেরা সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতসেনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিতে পারিল না। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বার বার মহাগর্জ্জনে মুসলমান সেই রাজপুতরেখার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধি সীমাস্থ পর্ব্বতপ্রাচীরের ন্যায় রাজপুতরেখা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিহত করিতে লাগিল।

মহারাণার সম্মান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, বনিতা, ভগিনী কুটুম্বিনীর জাতি ধর্ম্ম সমস্তই আমাদিগের আসির উপর নির্ভর করে—প্রত্যেক রাঠোর নিঃশব্দে এই চিন্তা করিল, নিঃশব্দে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল। এ চিন্তায় যতদিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, ততদিন জগতে সে যোদ্ধার পরাজয় নাই। মোগলদিগের সেনা অধিক

কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল। রাজপুত যোদ্ধাগণ প্রায় সমস্তই সম্মুখরণে হত হইল। পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল, অসংখ্য মুসলমানগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধনাদ করিয়া অবশিষ্ট কতিপয় রাজপুতকে আক্রমণ করিল, উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল।

তখন রক্তাপ্লুতকলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান পঞ্চাশজন মাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মবলে অসুরযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝন্‌ঝনাশব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল। কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোরবীরগণ শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে!

তখন মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ হতাশ্বাস হইল। সমস্ত রজনী যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয় পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গ-বিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগকে অবসন্ন ও শ্রান্ত লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন—অদ্যই ভীমগড় লইব, অদ্যই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

মুসলমানদিগের উদ্যম ভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন। দেখিলেন, প্রায় এক সহস্র মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে, বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ক্ষণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দুই শত জন রাঠোর। যুবকের ভ্রূকুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধাগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন—বন্ধুগণ, মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবল মাত্র আমরা জীবিত আছি। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন—রাঠোর সম্মুখরণে প্রাণ-ত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না?

চন্দনসিংহ। তাহার পর? তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা, যবনের গোলী হইবে! রাজপুত-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে!

রোষে সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত হইল।

তথাপি রাজপুতমণ্ডলী সকলে স্তব্ধ ও বাক্যশূন্য। অর্দ্ধ-স্ফুটস্বরে কেহ কেহ একটী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করিল—"চিতারোহণ!" ক্রমে সকলে সমস্বরে কহিল—"পুরুষের রণ-শয্যা, রমণীর চিতারোহণ।"

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায়

তাঁহার মাতা অন্যান্য রাঠোর-রমণী বেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দনসিংহ। সংবাদ ভাল। কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন—মাতঃ! যদি অনুমতি করেন তবে আরও নিবেদন করি, রজনীর যুদ্ধে প্রায় তিন শত যোদ্ধা রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে দুর্গের ভিতর দুইশত পঞ্চাশ জনের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র, ক্ষণপরেই যুদ্ধারম্ভ করিবে—অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, বীর বালক অলক্ষিতভাবে একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—দুই শত পঞ্চাশ জন রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে?

স্থিরস্বরে চন্দনসিংহ কহিলেন—রাজপুত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না, যুদ্ধ দান করিবে। কিন্তু রাজপুত-রমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়।

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন—বৎস! এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে? রাজপুত বীর মরিতে জানে, রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরাও প্রস্তুত হইতেছি।

পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা

সহাস্য বদনে কহিলেন—সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক্, রাজপুত যোদ্ধাগণ বীর, রাজপুত রমণীগণ সতী।

নবোদিত সূর্য্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর?—তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কার বিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুত রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন!

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে দুই তিন শত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে তাঁহারা অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে দেখিলেন; মাতা, বনিতা, ভগিনী ও দুহিতাকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না। তাঁহারা প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা শেষ করিলেন, পরে নিঃশব্দে শরীরে বর্ম্ম ধারণ করিলেন, তদুপরি রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। শিরে উজ্জ্বল মুকুটের উপর তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন, গলদেশে শালগ্রাম ধারণ করিলেন, শেষবার নিঃশব্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, সন্তান পিতাকে, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় ঝন্ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার খুলিল। বিস্মিত মুসলমানেরা দেখিল, সেই দ্বার দিয়া সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুতসংখ্যা শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা সেই দুই শত যোদ্ধার যুদ্ধকথা বিস্মৃত হইল না।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন বৃদ্ধ মোগল নিজ পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড় দুর্গবিজয়ের কথা গল্প করিত, রাঠোরদিগের যুদ্ধকথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরত্বে কাতরতা।

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ সুদুঃসহম্প্রাপ্য নিকারমীদৃশম্।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিম্ নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

যে দিন ভীলদিগের গহ্বরে মহারাজ্ঞীর সহিত পুষ্পের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে দিন প্রতাপসিংহ সহসা মোগল সৈন্য আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল সৈন্য অসংখ্য, সমস্ত দিন ও অর্দ্ধেক রজনী বৃথা চেষ্টা করিয়া প্রতাপসিংহ সসৈন্যে পুনরায় চাওন্দদুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। মোগল সৈন্য ক্রমে ভীমচাঁদ ভীলের আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজ্ঞী আর তথায় থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া, সন্তান ও পুষ্পকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ জাউরার খনিতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। ভীমচাঁদের আবাসে প্রতাপসিংহের পরিবারকে না পাইয়া মোগল সৈন্য তথা হইতে

চলিয়া গেল, মহারাজ্ঞী তখন জাউরার খনি হইতে বাহির হইয়া চাওন্দদুর্গে স্বামীর নিকট আসিলেন।

চাওন্দদুর্গ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া উঠিল। সৈন্যের খাদ্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে, যোদ্ধাগণ হীনবল হইয়া আসিতেছে, চারিদিকে মেঘমালার ন্যায় শত্রুসৈন্যের শিবির দেখা যাইতেছে। এক দিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পরামর্শ করিবার জন্য দুর্গের সমস্ত প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকাইলেন।

প্রতাপসিংহের চারিদিকে কুলপতিগণ বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন যোদ্ধা কমলমীরে প্রতাপকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়জন আছেন? দৈলওয়ারার ঝালাকুলেশ্বর হত হইয়াছেন, বিজলীর প্রমরকুলপতি হত হইয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীন কুলপতি হত হইয়াছেন। প্রতাপ আপনার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহার পুরাতন সঙ্গী অনেকেই আর নাই। নব নব বালকগণ এক্ষণে কুলপতি হইয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারাও মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রতাপ আপনার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র অমরসিংহ পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, বাল্যাবস্থা হইতেই পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখিতেছেন। অমরসিংহ যুদ্ধে পিতার সহযোদ্ধা, বিপদ ও সঙ্কটে ভাগগ্রাহী।

অনেকক্ষণ পর পরামর্শ শেষ হইল, ভৃত্যগণ খাদ্য আনিল। বৃক্ষপত্র বিনির্ম্মিত পাত্রে সামান্য আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভায় যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে ফল বা আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে "দুনা" কহিত। প্রতাপসিংহ অদ্য কাহাকে "দুনা" দিবেন, স্থির করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্পবয়সেই শত যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতাপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—অমরসিংহ, এই ঘোর বিপদ কালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কার্য্য সাধন করিতেছ! কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

কিছুদূরে দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন—চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর! ধন্য তোমাদের বীরত্ব, ধন্য তোমাদের স্বামীধর্ম্ম। তোমরা উভয়েই আমার জন্য জীবন পণ করিয়াছ উভয়েই বিপদের সময় রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই অতুল্য বীর, কিন্তু অদ্য অন্য এক যোদ্ধা আমার খাদ্যের ভাগগ্রাহী।

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন—দেবীসিংহ! এ কাল সমরে তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইয়াছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামীধর্ম্মের পুরস্কার কি দিব? এ কাল যুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাইয়াছ, বীর পুত্র হারাইয়াছ, পরিবার কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছ তথাপি খড়্গহস্তে পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমার সঙ্গী হইয়া ফিরিতেছ! প্রতাপসিংহ অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছে. কিন্তু তোমার ন্যায় স্বামীধর্ম্মরত যোদ্ধার এ অবস্থা দেখিলে

প্রতাপসিংহের পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুলচূড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মনুষ্যসাধ্য নহে। অদ্য আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অনুগৃহীত কর।

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন—মহারাণা! কাতরতা চিহ্ন ক্ষমা করুন, বৃদ্ধের এক বিন্দু অশ্রু ক্ষমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈতৃক খড়্গ দিয়া শান্তি লাভ করিব, কিন্তু ভগবান্ অন্য রূপ ঘটাইলেন। ভগবান্‌কে নমস্কার করি, পুত্র বীরনাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীর নাম কলঙ্কিত করিবে না।

আর কোনও কথা বার্ত্তা হইল না, যোদ্ধাদিগের নয়ন সিক্ত হইল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট যাইলেন।

অন্ধকার নিশীথে একটী পর্ব্বতগহ্বরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে। রাজমহিষী ও পুষ্প রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন, পুত্রকন্যাগণ উঠিলে খাইবে। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক নীরবে এই দৃশ্যটী দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গ সকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। প্রতাপসিংহের আর অর্থ নাই, সম্বল

নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, হৃদয়ের কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ব্বতগহ্বরে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাদ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন! পুনরায় তথায় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন! অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়াছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার যোগাইত! কিন্তু এ সমস্ত বিপদ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রজনীতে স্বামীপার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাত্রিযোগে মূষলধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাত্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়াছেন, সন্ধ্যার সময় কোন পর্ব্বত কন্দরে আশ্রয় লইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। খাদ্য সহসা মিলে না, ক্ষেত্রের "মল" নামক দুর্ব্বার আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে তাহারই রুটী প্রস্তুত করিয়া শিশুসন্তানকে দিয়াছেন। এক দিন কন্দরবাসী একটী বন্যবিড়াল আসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে

সেই রুটী লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাত্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপ-সিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর হৃদয় কাতর হয় নাই।

কিন্তু অদ্য মহারাণার বীর হৃদয় কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজ্ঞী পুষ্পের হস্তে রুটী রাখিয়া সত্বরে স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দেখিলেন স্বামীর চক্ষু জলপূর্ণ! বিস্মিত হইয়া কহিলেন—এ কি? অদ্য মহারাণা কাতর কেন? তুর্কীরা বলিবে, এত দিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন!

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর জানেন, যুদ্ধে প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে।

রাজ্ঞী। তবে কি পুত্রকন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছেন? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে কি এই কষ্ট অসহ্য হইল?

প্রতাপসিংহ। জগদীশ্বর আমার পুত্রকন্যাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন। রাজ্ঞি! এই কাল সমরে অনেক যোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছে, বৎস অমরসিংহের ন্যায় বীর পুত্র হারাইয়াছে, বীরপ্রসবিনী কলত্র হারাইয়াছে, জ্ঞাতি কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে। রাজ্ঞি! এ কাল যুদ্ধে অনেক যোদ্ধার সংসার মরুভূমি হইয়াছে, জীবন শূন্য হইয়াছে!

রাজ্ঞী। ঈশানী তাঁহাদিগকে শান্তি দান করুন, এরূপ শোক মনুষ্যের অসহ্য।

প্রতাপসিংহ। রাজ্ঞি! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর যোদ্ধা আমাদের যুদ্ধকার্য্যে কেশ শুক্ল করিয়াছেন, রাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই। অধুনা তুর্কীগণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী পরিবার চিতারোহণ করিয়াছে, তাঁহার এক মাত্র বীর পুত্র তুর্কী হস্তে হত হইয়াছে। বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামীধর্ম্ম পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশায় অদ্যাবধি জীবিত আছে!

রাজ্ঞীর নয়ন দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলে? দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে? দেবীসিংহ এক মাত্র বীর পুত্র হারাইয়াছে? হা বিধাতঃ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সৃজন করিতে তুমিও অক্ষম!

প্রতাপসিংহ। বীর পুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, দুর্গ গিয়াছে, বংশ বিনাশ হইয়াছে! সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন, "ভগবান্‌কে নমস্কার করি, পুত্র বীর নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্য্যে বীর নাম কলঙ্কিত করিবে না।" এরূপ স্বামীধর্ম্মের কি এই পুরস্কার? বীর অনুচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার রক্ষার কি ফল?

অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজ্ঞী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শান্তি পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, যদি রাজ্যলাভের এই দুঃসহ যন্ত্রণাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজ্য চাহে না, রাজনামে জলাঞ্জলি দিবে! পরদিন মহারাণা আকবর শাহের নিকট পত্রদ্বারা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপবিত্রে পবিত্রতা।

किमपेक्ष्य फलं पयोधरान् ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः ।
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यथा ॥

किरातार्जुनीयम् ।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; রাঠোর ও চোহানকুল, প্রমর ও ঝালাকুল, চন্দাওয়ৎ, সঙ্গাওয়ৎ, জগাওয়ৎ প্রভৃতি শিশোদীয়কুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বাল্যাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়াছেন, শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব ও আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্য সভাস্থলে সকলে নীরব!

প্রতাপসিংহ আকবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা যোদ্ধাদিগের নিকট কহিলেন। আকবর অবশ্যই সন্ধিদান করিবেন,

কিন্তু শিশোদীয়গণ কি অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি গ্রহণ করিবে? প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এরূপ কেহ নাই। সভাস্থলে সকলে নীরব!

যতদিন যুদ্ধ সাধ্য ততদিন যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে মেওয়ার দেশের একটী উপত্যকা বা পর্ব্বতদুর্গ আর রক্ষা করা মনুষ্যের দুঃসাধ্য! শত্রুগণ নূতন সৈন্য লইয়া মেওয়ারের প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধ? প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন। মেওয়ারের আর সৈন্য নাই, সৈন্যদিগকে খাইতে দিবার অর্থ নাই, রক্ষা করেন এরূপ দুর্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই। চাওয়ন্দ দুর্গে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করেন? অথবা অম্বর ও মাড়োয়ারের রাজাদিগের ন্যায় তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

যে স্বাধীনতার জন্য এতদিন পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুত-শোণিতে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহ্বরে বাস করিয়াছেন, দিবসে ও রজনীতে ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর ম্লেচ্ছ পদ স্থাপন করিয়াছে, এক্ষণে কি মহারাণার বংশ সেই পদতলে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন?

বাপ্পারাওয়ের বংশ, নির্ম্মল শিশোদীয় বংশ কি এতদিনে তুর্কীর দাস হইবে?

রাজপুত বীরগণ নিস্তব্ধ! ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? সভাস্থলে সকলে নীরব।

অদ্য দাসত্ব স্বীকার করিলে কল্য পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবলপরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান্‌, কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীশ্বর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন। তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীয়বংশ একবারে বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া আসিল। প্রতাপ দেখিলেন, বিকানীর রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটী কবিতা; পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অনুগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া আপন অপমান বিস্মৃত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধিপ্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের ন্যায় মহৎ শত্রু

ভারতবর্ষে আর ছিল না, সেই প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দসূচক বাদ্য ও ধূমধাম হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, দিল্লীশ্বরকে কহিলেন—এ পত্র জাল মাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্য এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীশ্বর! আমি প্রতাপসিংহকে জানি, আপনার রাজমুকুটের জন্য প্রতাপ-সিংহ অধীনতা স্বীকার করিবেন না।

পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাগর্ভ একখানি পত্র লিখিলেন; অদ্য রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন। প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।—

পৃথ্বীরাজের কবিতা।

"হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করে।
"তথাপি রাণা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন॥
"প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত সমভূমি হইত।
"কারণ আমাদিগের যোদ্ধাগণ সাহস হারাইয়াছেন, রমণীগণ ধর্ম্ম হারাইয়াছেন।
"আকবর আমাদিগের জাতিস্বরূপ বাজারের ব্যাপারী।
"উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে—তিনি অমূল্য॥
"নরোজার জন্য কোন্ প্রকৃত রাজপুত সম্ভ্রম বিক্রয় করিবে?
"তথাপি কত জনে বিক্রয় করিয়াছে॥
"সকলেই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছেন।
"চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন?
"প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন।
"কিন্তু রত্নটী রক্ষা করিয়াছেন॥
"নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া নিজের অবমাননা দেখিতেছেন!

"হামিরবংশজ কেবল এই অপযশ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন॥

"জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে কোথা হইতে সহায়তা পায়।

"তাঁহার বীরত্ব এবং তাঁহার খড়্গ হইতে! তদ্দ্বারা ক্ষাত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন॥

"ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন ঠকিবেন

"তখন আমাদিগের শূন্য ক্ষেত্র বপন কারণার্থ প্রতাপের নিকট রাজপুত বীজ লইতে আসিব॥

"তিনিই রাজপুতবীজ রাখিবেন, সকলে এরূপ আশা করে!

"যেন তাঁহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয়।

প্রতাপসিংহ এক বার, দুই বার, তিন বার এই পত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—বীরগণ! চারিদিকে অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল পবিত্র রাখিবে! মেওয়ারে যদি স্থান না হয়, আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্যদেশে যাইব, কিন্তু শিশোদীয় বংশ কলুষিত করিব না!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ীরের যুদ্ধ।

> দমিতারিঃ প্রশান্তোন্নাদপূরিতদিঙ্মুখঃ ।
> জঘান কুপিতো দৃষ্ট্বা ত্বরিতস্তূর্ণমাগতান্ ॥
> তেষাং নিহন্যমানানাং সুধৃষ্টৈঃ কর্ণভেদিভিঃ ।
> অভূদত্যমিতত্রাসমাক্রান্তাশেষদিক্জগৎ ॥
>
> ভট্টিকাব্যম্।

প্রতাপসিংহ দেশ ত্যাগ করিতেছেন। মেওয়ারে শিশোদীয় কুলের স্থান নাই, শিশোদীয় কুল সিন্ধুনদীতীরে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কীর অধীনতা স্বীকার করিবে না।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ সসৈন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখে, পশ্চিমদিকে, মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে

ধূ ধূ করিতেছে; পশ্চাতে, আরাবলী পর্ব্বত ও মেওয়ারদেশ! সেই পর্ব্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে, যোদ্ধাগণ সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে চিন্তাকুল। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায় যখন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহির্ভূত হইবে, ঐ অনন্ত পর্ব্বতমালা আর দেখা যাইবে না। যে প্রদেশে শিশোদীয় বংশ বহু শতাব্দি বাস করিয়াছে, যে দেশে সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, সে দেশ চিরদিনের জন্য নয়ন-বহির্ভূত হইবে। মেওয়ারের প্রত্যেক পর্ব্বতদুর্গ ও উপত্যকা যোদ্ধাদিগের মনে উদয় হইতেছে, যে যে উপত্যকায় পূর্ব্বপুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে যে পর্ব্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের ন্যায় উদয় হইতেছে। যোদ্ধাগণ নীরব ও শোকাকুল, নীরবে অনন্ত যশঃপূর্ণ আরাবলী পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক শিবিরে রাজপুতনারীগণ শিশুগণকে ক্রোড়ে লইয়া সজল-নয়নে আরাবলী পর্ব্বত দেখাইতেছেন।

"শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই।"—প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সভায় এই কথা কহিলেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ। তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে!" বিস্মিত হইয়া সকলে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইহারা মেওয়ারে মন্ত্রীত্ব কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েক মাস অবধি প্রতাপসিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ

সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত শিশোদীয়কুল দেশত্যাগী হইতেছেন, যোদ্ধাগণ আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন, অদ্য তিনি প্রতাপ-সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন, অদ্য সভা মধ্যে কম্পিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।"

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রীবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছে না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।

বৃদ্ধ করযোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন—দাস বহুদিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতা-মহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে তাহা এখনও অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ হইতে পারে, অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু-পদে উপস্থিত করে।

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামীধর্ম্ম ও প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন—মন্ত্রীবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পারতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজা প্রদত্ত ধন কিরূপে পুনরায় লইব? প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাঁহার অধীনদিগের ধন হরণ করিতে অক্ষম। *

ভামাশাহ। মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়াররক্ষার্থে মেওয়ারকে দিতেছে, মেওয়ারের অনুপযুক্ত সুত মাতার জন্য আর কি উপকার করিতে পারে? শিশোদীয়ের ধন প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রীবর! আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়, আপনার উদার স্বদেশভক্তি দেবতুল্য! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, দেখিব!

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, প্রতাপ দেশত্যাগ করিয়া পলাইতেছেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল, তথাকার মুসলমান দুর্গরক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর দুর্গ হস্তগত হইল,

তথাকার দুর্গরক্ষক আবদুল্লা সসৈন্যে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, একবৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বত-দুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল। ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। দেশ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিলেন, মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ইতিহাসের কথা আর এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই। উপন্যাসে আমরা উপন্যাস বর্ণিত দুর্গের কথাই লিখিব। সূর্য্য-মহলদুর্গ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর-গণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন, কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ

করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথমে প্রবেশ করিলেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দুর্গস্বামিন! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্য্য সাধনার্থে এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।

এ কথায় জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছ। তাহাই হউক, আপন রাঠোর লইয়া দুর্গ রক্ষা কর, আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি চন্দাওয়ৎ অসিতে বল থাকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন—আমি রাজকার্য্য সাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিয়াছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ! এখনও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখনও আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হইবে তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে আসিতে বিলম্ব করিবে না।

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ আরক্তনয়নে সেই রাঠোর বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পর ভীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে!

দেবীসিংহ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে, নবজাত প্রাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে? দেবীসিংহ যোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মনুষ্য!

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন—পিতার চিরসুহৃদ্! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্য কি রাজপুতপিতা কাতর?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন—রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্তই মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ নাই। একাল সমর বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, কেবল এই চিন্তা করিতেছি! শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলি না?

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বৃদ্ধের নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হন নাই, তিনি সে ব্যথারও ঔষধ জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন—পিতঃ, আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবীসিংহ। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃ-গদীতে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ! দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিস্মৃত হইলেন, সবল হস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন—দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটী উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি।

असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं
निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनं।
अदर्पं कन्दर्पं जननयननिर्म्माणमफलं
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः॥

मालतीमाधवम्।

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পর্ব্বততলে হ্রদতটে সেই ভীল-বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকা এখনও দেখিতে সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল।

প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ। আজ কি দেখেছিলি ? কি শুনেছিলি ?

বালিকা। এই শুন না।

ফুটেছে মালতী ফুল গন্ধেতে করি আকুল,
ধেয়ে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।

তেজসিংহ। এই দেখেছিলি, আর কিছু না ?

বালিকা। এই শুন না।

অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
'তুমি নাথ' ফুল কয়, শুনে এলেম সই।

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—তুই অতিশয় দুষ্টা, তোর গান বুঝিয়াছি, এ ফুলের নাম কি বল দেখি ?

বালিকা। ফুলের আবার নাম কি ? ফুলের নাম পুষ্প। পুনরায় গাইতে লাগিল।

অলিরাজ ধেয়ে যায়, বায়ু ফুলের মধু খায়,
ফুলে কবে সত্য কয়, দেখিতে পাই কই ?
প্রভাতে বাগানে গিয়ে দেখে এলাম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।

তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। রোষে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন—বালিকা, তুই যদি পুরুষ হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম !

বালিকা। আমি কি করিয়াছি ? আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে তাহা কি আমি জানিতাম ?

তেজসিংহ। পাপীয়সি ! তুই কি জন্য এ গীত গাইলি ? পুষ্পের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস্, অদ্য আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।

বালিকা। আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প কে? আমি দরিদ্র ভীলকন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।

বালিকা কি সত্যই বালিকা? যথার্থই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ভাবিলেন—আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন—না, আমি রাগ করিব না, তুই আর একটী গীত গা।

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল—

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে কিনতে যাইগো খই।

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

বালিকা। ফুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অলির সঙ্গে, আর কার সঙ্গে?

তেজসিংহ। ভীলবালা! তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি! পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে, তাহা কিছু শুনিয়াছিস্?

বালিকা। তাহা কি জানি? তুমি কি শুনিয়াছ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জ্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। কি শুনিস্ নাই?

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। তবে কি শুনিয়াছিস?

বালিকা। শুনিয়াছি, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কোন একটী মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্য্যমহল অধিকার করিল, আর—

তেজসিংহ। আর কি?

বালিকা। কিছু নয়।

তেজসিংহ। আর কি বল, না হইলে প্রহার করিব।

বালিকা। আর সেই কন্যা সেই দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে দূর হ! সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া সন্তরণ করিয়া হ্রদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিক্ত কেশে সিক্ত বসনে একটী তুঙ্গ শিলাখণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল।

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে আন্‌তে যাইগো থই।
ধেয়ে এল বায়ুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ,
অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুন্‌লে কিনা সই!

তেজসিংহ উঠিলেন। দুষ্টা বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহকে

বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীল বালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতাদন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল, সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভীলবালার গীত এখনও তাঁহার কর্ণে শব্দিত হইতেছিল, তাঁহার মন অসুস্থ ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কিজন্য?

তবে কি পুষ্প যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পবিনিন্দিত মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ম্লান নয়ন, ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠদ্বয়, শান্ত ললাট, ও সরল কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প কখন, কখন কখনও সত্য লঙ্ঘন করিবে না, তেজসিংহ কেন আশঙ্কা করিতেছ?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় মনে জাগরিত হইতে লাগিল, হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল, সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হৃদয় উদ্বিগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

পর্ব্বতের কুজ্ঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্য ও প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে

দীর্ঘাবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে, সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিল। হৃদয়ের সে অন্ধকার দুর্ভেদ্য, সুন্দর পরিষ্কার ধীশক্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যপালন।

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী।
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্॥

মেঘদূতম্।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পোদ্যানে পাঠক পুষ্প-কুমারীকে একবার দেখিয়াছেন, কিন্তু সেদিন চারণদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং পুষ্পকুমারী পরিচয় দান করেন নাই। যদি পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, চলুন, অদ্য নিরালয়ে যাইয়া সে লাবণ্যময়ীর সহিত আলাপ করিব। অদ্য তিনি মহারাজ্ঞীর সহচরী রূপে রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন।

পুষ্পকুমারী রাজপুত বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলক-সিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দশমবর্ষীয়

বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার একদিন সাক্ষাৎ হইল ; সেই দিন একে অন্যকে মনে মনে বরণ করিলেন। বিবাহের বাক্য-দান হইল, সম্বন্ধ স্থির হইল, সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভ-কার্য্যের দিনস্থির হইল; এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন। সে নগর রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক প্রণয়ের কি জানিবে ? কিন্তু রাজপুতগণ বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিত, রাজপুতবালিকা সত্য বিস্মৃত হইলেন না। একদিনদৃষ্ট সেই বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা কয়েক দিনের মধ্যে বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু সপ্তমবর্ষে যে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইলেন না।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্‌দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থভুক্। তাঁহারাও দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বালিকা উত্তর পাঠাইলেন—আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া। সেই দিন হইতে বালিকা সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন ; তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে শারীরিক কিছু কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমা-

দিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তরুণবয়সে কিছু কিছু ক্লেশ, চিন্তা ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই, মানসিক দুর্ব্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লৌহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু কর্ম্মকার নির্দ্দয়, আপন কার্য্য বিস্মৃত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্যের চেষ্টায় পালিত, অন্যের হস্তদ্বারা নীত, যাঁহাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই, তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শনে পরিচারিকাদিগের অনুরোধে, দুর্জ্জয়সিংহের দূতীদিগের প্রলোভনে, বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না, বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অনুনয় করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিভাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত বীরপুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ের ভ্রূকুটী ও বন্ধুজনের ভর্ৎসনা, নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ

গৃহে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। বহু পরিজন মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুষ্পচয়ন করিতেন, ও হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাসে আমাদিগের কোন্ ক্লেশ না সহ্য হয়? পুষ্পকুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ভ্রুকুটী বা মর্ম্মভেদী রহস্যে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্লেশ হইত না, বিধবা-বেশ-ধারিণী নবীনা রাজপুতবালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের মধ্যে পিতৃ-মাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুতবালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুষ্পকুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দূতী শতমুখে দুর্জ্জয়সিংহের যশ, পরাক্রম, সাহস ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন—আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

পুষ্পের আত্মীয়গণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, পুষ্পকে অনুরোধ ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, বালিকা অধিক দিন অবিবাহিতা থাকিলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুষ্পকুমারী সমস্ত শুনিলেন, স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন—আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া।

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়-

সিংহ পুষ্পকে সূর্য্যমহলে আনাইলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—চন্দাওয়ৎরাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আত্মঘাতিনী হইবে তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন? শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারীহত্যার পাতকে পাতকী হইবেন?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘগর্জ্জন।

ছিন্নস্য কিং এন্তং বিপদি।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে একাকিনী চি॰ কবি-ছেন। সহসা একদিন নিশীথে স্বপ্নের ন্যায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ দিয়া পুষ্পকে বলিলেন—সে অজ্ঞাত, অপরিচি॰, বাল্য-দৃষ্ট রাঠোর বীর জীবিত আছেন, তিনি দেশের যুদ্ধ যু॰॰॰ছেন, তিনি বাল্য-সত্যপালন করিতেছেন!

স্বপ্নের ন্যায় সে চারণদেব ও চারণের গীত লয় হ॰॰ গেল, কিন্তু সে বার্ত্তা পুষ্পের হৃদয় হইতে লয় হইল না। ॰॰॰র হৃদয়ে নব উল্লাস জাগরিত হইল, শুষ্ক লালসার উদ্রে॰ ॰ল। প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটায় যেরূপ সেই উদ্যানের পুষ্পগুলি বিকশিত হইত, সেইরূপ চারণবার্ত্তায় বিধবা॰ ॰দয়ে নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত লালসা, সহস॰ ॰॰টিত হইল। . . . . . .

যে অজ্ঞাত বাল্যস্বামীর নাম জপিয়া এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন, তিনি জীবিত আছেন! তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন, বাল্যসত্য ভুলেন নাই। পুষ্পকুমারী সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই বাল্য-সুহৃদের মুখমণ্ডল স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, এখন যিনি বলিষ্ঠ হইয়া দেশের যুদ্ধ যুঝিতেছেন তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যদৃষ্ট মুখমণ্ডল স্মরণপথে আসিত না, অথবা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে কিছু কিছু মনে পড়িত। একখানি উদার মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, উন্নত দেবকান্তি শরীর, স্মরণে আসিত। কল্পনা হইত, যেন চন্দ্রালোকে সেই বীর দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পের হস্ত ধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের উষ্ণ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ, সেই হস্ত স্পর্শ করিল। এ যে সেই চারণদেবের মূর্ত্তি!

পুষ্প বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, মনের নিহিত কন্দরেও সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা ছিল না। তথাপি কল্পনা অতিশয় মায়াবিনী; যে স্থানের কথা বার বার শুনি, সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে মানসচক্ষে যেন সৃষ্ট হয়, যে অদৃষ্ট পুরুষের কথা ধ্যান করি, কল্পনাবলে তাহার একটী চিত্র মনে সৃষ্ট হয়। সেই পুরুষের কল্পিত একখানি আকৃতি মনের সম্মুখে থাকে, অপরিচিতের মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদনুযায়ী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই। পুষ্প যখন অজ্ঞাত বাল্যসুহৃদের কথা মনে করিতেন, চারণের দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে জাগরিত হইত! তেজসিংহের অসাধারণ বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, চারণের উন্নত দীর্ঘ-

অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু স্মরণ হইত! তেজসিংহের কণ্ঠস্বর যখন কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই চারণের সঙ্গীত-বিনিন্দিত রজনীশ্রুত মিষ্ট ভাষা কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত! পুষ্প অবিশ্বাসিনী নহেন, সত্যপালনের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী কল্পনাশক্তি অজ্ঞাত হৃদয়েশ্বরের আকৃতির সহিত স্বপ্নবৎ দৃষ্ট চারণদেবের সহিত সততই বিজড়িত করিত! কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কি সেইমূর্ত্তির দিকে প্রধাবিত হইত? পুষ্পকুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

চাতক যেরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিশ্রান্ত হয় না, পুষ্পকুমারী সেইরূপ পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় স্বপ্নবদ্দৃষ্ট সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুষ্প চন্দ্রালোকে পদচারণ করিতেন, নিস্তব্ধ রজনীতে একাকী জাগরিতা থাকিতেন। দিবা গেল, মাস গেল, রৌপ্যবিনিন্দিত চন্দ্রালোকে সে নবীন মূর্ত্তি আর দৃষ্ট হইল না, রজনীর নিস্তব্ধতায় সে স্বর্গীয় সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

আকাশে যেরূপ কৃষ্ণ মেঘের সহিত বিদ্যুল্লতা ক্রীড়া করে, পুষ্পের হৃদয়ে নৈরাশের সহিত আশা সেইরূপ খেলা করিত। কিন্তু জগৎ সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয় পায় নাই, বিধবা বালার নির্ম্মল ম্লান মুখমণ্ডলে কোনও ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা মুসলমানেরা সূর্য্যমহল আক্রমণ করিল, নিশীথে অপরিচিত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পুষ্পকুমারী অন্যস্থানে নীত হইলেন। তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প

ফিরিতে লাগিলেন। ভীমচাঁদের পাল হইতে জাউরার খনিতে, তাহারপর কখন কন্দরে, কখন গহ্বরে, কখন উপত্যকায়, কখন চাওয়ন্দ দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতেন, চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। রাজরাজ্ঞী ও রাজবধূ সেই কুটীরে থাকিতেন, রাজশিশুগণ সেই কুটীরের চারিদিকে ক্রীড়া করিত! যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন প্রতাপসিংহ অন্য আবাসে বাস করিবেন না। প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না; ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন!

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা আমরা কিরূপে অনুভব করিব?

মেঘ গর্জ্জন করিল। সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল কেন?—কে বলিবে, কিজন্য?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

হৃদ্ধী হৃদ্ধী অঙ্গুলীঅঅমুখ্যা বিঅজ্জ্যন্তী।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটী সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন। সে সঙ্গীতে পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল! আশায় পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল!

গীত।

"বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়ীত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না!

"বক্রগতি কালসর্প কি সুন্দর উজ্জ্বল চূড়া ধারণ করে! সে খল সর্পের

সবলতায় বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশধারিণী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না !

"জগতের অস্থায়ী দ্রব্যের স্থায়ীত্বে প্রত্যয় কর : চপলা বিদ্যুল্লতার কিরণে প্রত্যয় কর ; জলে অঙ্কিত রেখার স্থায়ীত্বে বিশ্বাস কর ; উল্কার স্থিরত্বে বিশ্বাস কর ; কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যয় করিও না !

"জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তাহার উপর নাম লিখ, 'নারীর সত্যপালন'।

চারণের উগ্র স্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন ! ধীরে ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে ?

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ! অনেকক্ষণ পর বলিলেন—চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্ব্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই ।

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের হৃদয় হইল না। তিনি কহিলেন—গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।

পুষ্প। যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন ?

চারণ। কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছেন। আপনাকে যে নিদর্শনটী দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন। তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টী হৃদয়ে রাখিতেন, সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন, পুনরায়

হৃদয়ে রাখিতেন। কিন্তু যেদিন তিনি ভীমচাঁদ ভীলের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন সেই দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

চারণ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প স্তব্ধ ও নিরুত্তর!

অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন—চারণদেব, অনবধানতা মার্জ্জনা করুন, বীরপুরুষকে জানাইবেন——

চারণ গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটী করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টী কোথায়?

পুষ্প। আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টী হারাইয়াছি।

চারণ। অভাগিনি! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রণয় এ জীবনের মত হারাইয়াছ!

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পৈতৃকদুর্গে প্রবেশ।

ततो भेरीमृदङ्गानां पणवानाञ्च निःस्वनः ।
शङ्खनेमिस्वनोन्मिश्रः सम्बभूवाद्भुतोपमः ॥

रामायणम् ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তেজসিংহ ভীমগড় দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে কহিলেন—চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি, অদ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য রাশীকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া কহিলেন—বন্ধুগণ, বৈর-নির্য্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিল, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটী দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল। নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহলের দুর্গের দিকে চলিল।

পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যদিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। কথন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, কথন

হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচে দিয়া, কখন পর্ব্বতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্য চলিল। যতক্ষণ সৈন্য চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটী কথা শ্রবণ করে নাই। সকলে বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে রোষানল জাগরিত হইয়াছে, অদ্য দুর্জ্জয়সিংহের রক্ষা নাই।

অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্য-মহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে, সেই পর্ব্বত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! চারিদিকে কেবল পর্ব্বতমালা ও অনন্ত পাদপশ্রেণী দেখা যাইতেছে, নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহলদুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ। ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন—পিতা অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র অদ্য দুর্গে প্রবেশ করিবে।

নিঃশব্দে সৈন্যগণ সূর্য্যমহল-তলে উপস্থিত হইল। এ নিস্তব্ধ নিশীথে অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন—পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় বার বার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল। পরে তেজসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—অদ্য তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন, যাহার সাধ্য পথ রোধ কর।

যাহারা সে ভেরীশব্দ, সে গর্ব্বিত কথা শুনিল, তাহারা বুঝিল, অদ্য তেজসিংহের গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। দুর্গপ্রহরীগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকাসারের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে!

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন, রাঠোর অল্পদিন পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন—তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হইতে এই দিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজি হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অদ্য জীবনত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই!

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে দ্বিশত যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল, অবশিষ্ট প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল, দুর্গশিরের এই আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, নৈশ গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, বিনা যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে। তখন বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত, কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার

রাঠোর সেনাগণ যেরূপ দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহততেজে দুর্জ্জয়-সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, তাহা দেখিয়া উপরিস্থ দুর্গবাসীগণ বিস্মিত হইল! মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উত্থিত হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে দ্বিশত চন্দাওয়ৎ সৈন্য বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে হত হইল, অনেকে পর্ব্বত হইতে উপলখণ্ডের ন্যায় নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্গ প্রাচীরাভিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর দিয়া তেজ-সিংহের দুর্দ্দমনীয় রাঠোর সেনা হুঙ্কারশব্দে অগ্রসর হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন, নীরবে সসৈন্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন—তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচীরের নিকট আসিল, তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাঠোরগণ লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাওয়ৎগণ বর্শাচালন দ্বারা তাহা-দিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়সিংহের কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রু মিত্র বিমিশ্রিত হইয়া গেল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহতদিগের

আর্ত্তনাদ মগ্ন হইল। যেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চান্দাওয়ৎদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল, যেন সেই বৈরভাবে ও জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত করিল। সালুম্‌ব্রা ও দুর্জ্জয়সিংহের নাম বার বার ভীষণ হুঙ্কারে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সে হুঙ্কার ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়মল্ল ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসীগণ চমকিত হইল, বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন!

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপে সমরতরঙ্গ উথলিতে লাগিল, যুদ্ধের নাদ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। তেজসিংহ সে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে অসুরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্ম্মিত, কিন্তু অদ্য রক্ষা নাই, তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার আঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ডশব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহা কোলাহলে রাঠোর সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জ্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গরক্ষা হইবে না, সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্নদ্বারের নিকট আসিয়া শত্রুর পথ রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভুর চতুর্দ্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান্ চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা জড় হইল। তেজসিংহও ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহযোদ্ধা রাঠোরগণও সে চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হইল যেন দুইদিক্ হইতে সমুদ্রের দুইটী

উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল! ক্ষণেক উভয় পক্ষ পরস্পরের বেগে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, কেহ পশ্চাতে যাইবে না। অসংখ্য শব সেই দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওয়ৎগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ সেইদিন যথার্থ যোদ্ধা নাম রাখিলেন। তাঁহার শরীর রক্তাপ্লুত, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত! তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জ্জনে আপন সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু তেজসিংহ অদ্য যেন দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহার গতি অদ্য রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! অমানুষিক বলে সেই শত্রুরাশি প্রতিহত করিয়া প্রচণ্ডনাদে সেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ঢালের সম্মুখে যেন কোন মন্ত্রবলে মনুষ্যবল হটিয়া গেল! বীরের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে, উষ্ণীষ ও শরীর রুধিরাক্ত, দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘবর্শা কাঁপাইয়া তিলকসিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন!

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্য্যমহল প্রবেশ করিল!

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুত্রশোক বিমোচন।

> गदानां मुसलानाञ्च परिघानाञ्च निःस्वनैः ।
> शराणां शङ्खनादैश्च क्षुभिताः सममागताः ॥
>
> रामायणम् ।

যখন দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল, যখন রাঠোরগণ মহাকোলাহলে দুর্গে প্রবেশ করিল, তখন দুর্জ্জয়সিংহ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ও রক্ত অপনয়ন করিলেন, রাঠোর ও চন্দাওয়ৎদিগের যুদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন।

ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া স্থির স্বরে তেজসিংহকে কহিলেন— রাঠোরবীর! তোমার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পিতার ন্যায় ঐ বাহুতে অসাধারণ শক্তি ধারণ কর। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাওয়ৎগণ! আমাদিগের দুর্গ গিয়াছে,

কিন্তু মান যায় নাই; রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাওয়ৎকুলের মান তোমাদের হস্তে।

এই কথা শুনিয়া সকল চন্দাওয়ৎগণ ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল। সকলে বুঝিল, এখনও রাঠোর-দিগের বিজয় সংশয়, চন্দাওয়ৎ প্রাণ দিবে, কিন্তু অদ্য যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবে না।

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভগ্নসেতু জলতরঙ্গের ন্যায় এবার চন্দাওয়ৎগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না, সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাওয়ৎ-তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হটিতে লাগিল।

অসুরবীর্য্য তেজসিংহ রোষে গর্জ্জন করিয়া আপন দীর্ঘ বর্শা চালনা করিতে লাগিলেন। সে গর্জ্জনে বার বার পর্ব্বতদুর্গ কম্পিত হইল, কিন্তু মরণে কৃতসংকল্প চন্দাওয়ৎ বীরগণ কম্পিত হইল না। ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

রাঠোরগণ প্রভুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় যুঝিতে লাগিল, বার বার চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলীকে বেগে আক্রমণ করিল, বার বার চন্দাওয়ৎ-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বৃথা চেষ্টা; সেই অল্পসংখ্যক কৃতসঙ্কল্প চন্দাওয়ৎ-মণ্ডলী যেন সহসা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের গতিরোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য! সে গতিরোধ হইল না, রাঠোর-সৈন্য হটিতে লাগিল।

"তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবে, সৈন্যগণ! পশ্চাদ্দিকে কোথায় যাইতেছ?"—এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়া

চন্দাওয়ৎমণ্ডলীর মধ্যে পড়িলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক চন্দাওয়ৎ তখন ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল, রণ সাঙ্গ হইল।

শোণিতাক্তকলেবরে প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—তেজসিংহ! আমার সংকল্প সাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও, বৃদ্ধের অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।

দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল; দুর্জ্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্শায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওয়ৎ প্রায় সকলে হত হইয়াছে; কেবল দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জ্জয়সিংহের খড়্গ ভগ্ন, ললাট রুধিরাক্ত, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। চন্দাওয়ৎবীর তখনও যুঝিতে প্রস্তুত, যুদ্ধপিপাসা তখনও নিবারিত হয় নাই; জীবন থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জ্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পূর্ব্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া তেজসিংহ পুনরায় উচ্চনাদে কহিলেন—দুর্জ্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।

রাঠোরগণ ক্ষান্ত হইল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটী স্বর শুনা গেল;—"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু

জলন্ত অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক এখনও হৃদয়ে জ্বলিতেছে ;—ঐ আমার পুত্রহন্তা !"

নিমেষমধ্যে জিঘাংসাতাড়িত বৃদ্ধ গোকুলদাস লম্ফ দিয়া দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল, আহত দুর্জ্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গদ্বারা গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, দুইটী মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল ! এতদিনে গোকুলদাসের পুত্রশোক বিমোচন হইল !

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয় ও রত্ন।

অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ।

কুমারসম্ভবম্।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে আমরা মহারাণার কুটীরে যাই, তথায় অভাগিনী পুষ্পের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে সর্ব্বসহ নারীর ললাট এখনও পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার, নয়নদ্বয় পূর্ব্ববৎ স্থির। বিষম যাতনায় কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে দেখেন নাই, কাহারও নিকট স্নেহ যাচ্ঞা করিতে দেখেন নাই। একাকিনী বাল্য-বৈধব্য সহ্য করিয়াছিলেন, একাকিনী যৌবনে একদিন সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এখন সে স্বপ্ন লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত

হইয়াছে, জগতের সমস্ত সুখ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এখনও একাকিনী হৃদয়ের নৈরাশ বহন করিতেছেন, কাহারও স্নেহ চাহেন না, কাহারও সহানুভূতি প্রতীক্ষা করেন না।

বালিকার মুখমণ্ডল সেইরূপ পরিষ্কার—পরিষ্কার, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নয়ন সেইরূপ স্থির, কিন্তু ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত। স্নেহের চক্ষুদ্বারা কেহ সে মুখখানি দেখিলে বুঝিতে পারিত, কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা রমণীর পরিষ্কার মুখমণ্ডলের উপর আপন ছায়া ন্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু বাল্যকাল অবধি স্নেহ দৃষ্টিতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই!

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে আসিতেছেন, ক্ষণেক গমন করিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে ভীলকন্যা। পুষ্প কহিলেন—বালিকা, তোমার পিতা মহারাজ্ঞীর বিপদের সময় আমাদিগকে স্থান দিয়াছিল, তাহা মহারাণা কখনও ভুলিবে না। তুমি কি রাজ্ঞীকে দেখিতে আসিয়াছ?

বালিকা। না দেবি, এই নদীকূলে একটী চাঁপাফুল লইতে আসিয়াছি, আমাকে একটী ফুল দিবে?

পুষ্প। হাঁ, লইয়া যাও।

বালিকা। দেবি! তোমার মুখখানি শাদা কেন?

পুষ্প। কৈ না।

বালিকা। আমি জানি।

পুষ্প। কি জান?

বালিকা। তোমার মুখখানি শাদা কেন, জানি।

পুষ্প। কেন?

বালিকা। কোনও দ্রব্য হারাইয়াছ।

পুষ্প। কি দ্রব্য ?

বালিকা। এই সোনার কোন গহনা, হার কি বালা, কি আংটী।

, পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—হাঁ বালিকা, একটী আংটী হারাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী রত্নও হারাইয়াছি।

বালিকা। তাহার জন্য দুঃখ কেন ? একটী আংটী গিয়াছে, অন্য একটী হইবে।

পুষ্প। অঙ্গুরীয় গেলে অঙ্গুরীয় হয়, কিন্তু যে রত্নটী হারাইয়াছি, তাহা এ জীবনে আর পাইব না।

বালিকা। কি রত্ন পুষ্প ? মুক্তাহার ? বুকে পরিবার জিনিস ?

পুষ্প। হাঁ, বালিকা, সে বুকে পরিবার জিনিস, কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল, মুক্তা অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য !

বালিকা। তবে কি হবে ?

পুষ্প। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছে, এ ক্ষতিও সহ্য করিবে।

বালিকা তীক্ষ্ণনয়নে পুষ্পের মুখের দিকে চাহিতেছিল, পুষ্পের চক্ষু দিয়া ধীরে ধীরে একবিন্দু জল বহিয়া পড়িল। বালিকা উর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটী চাঁপাফুলের দিকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সেও চক্ষু মুছিল।

অনেকক্ষণ সেই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বালিকা কহিল—দেবি ! আমাকে ঐ চাঁপাফুলটী পাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার রত্নটী খুঁজিয়া দেখিব। আমি বনজঙ্গলে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।

ভীলকন্যার সরলতা দেখিয়া পুষ্প কোন উত্তর করিলেন না, ধীরে ধীরে সেই চাঁপাফুলটী পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন। বাল্যচপলতা ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে ভীলকন্যা বলিল—কল; পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।

পরদিন উষার রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়াছে, এরূপ সময়ে পুষ্পকুমারী রত্নটা ফিরিয়া পাইলেন! সূর্য্যমহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছেন! পুষ্পের ক্ষীণ হস্ত দুইটী নয়নজলে সিক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন!

সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্যমহল-দুর্গেশ্বর সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় চারণদেব! উল্লাস ও উদ্বেগে পুষ্প সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তেজসিংহ পুষ্পের নিশ্চেষ্ট কম্পিত কলেবর আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করিলেন!

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল, স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং মহারাজ্ঞী পুষ্পকুমারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে আপনার মুক্তাহার দোলাইয়া দিলেন।

সে সুখের রজনী কে বর্ণনা করিতে পারে? সে তৃষিত হৃদয়ের প্রথম সুখের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে? তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই সুক্ষ্ম ওষ্ঠ ঘন ঘন চুম্বন করিয়া কহিলেন—পুষ্প! পুষ্প! একদিন তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়া ক্লেশ দিয়াছিলাম, তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ?

পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন—দেব! তোমার দোষ

যেদিন গ্রহণ করিব, সেদিন যেন পুষ্প জীবিত না থাকে। সে যাতনা আমার নিজের দোষের উপযুক্ত শাস্তি, তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম?

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিন্দিত ওষ্ঠে পুনরায় চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—পুষ্প, ক্ষোভ করিওনা, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।

পুষ্প। আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল? আহা! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি, আমার জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না।

তেজসিংহ। ঈশানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।

এই বলিয়া ধীরে ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন। পুষ্প চকিত হইলেন, বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বার বার সেই অঙ্গুরীয়টী চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পরে বাষ্পোৎফুল্ললোচনে স্বামীর দিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

তেজসিংহ পুনরায় সেই সিক্ত ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া আপনার হস্তদ্বারা পুষ্পের অশ্রুমোচন করিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন, পুষ্পকুমারী পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্যার প্রেরিত। সে পত্র এই।

"তেজসিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিলে, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয়া পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। পুষ্পকে ও মহারাজ্ঞীকে তুমি একদিন আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলে মনে পড়ে? সেই

দিন বালিকা পুষ্পের বক্ষঃস্থল হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী লইয়াছিল। পুষ্প তখন নিদ্রিত ছিল।

"বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটী অঙ্গুলী; পুষ্প যদি অঙ্গুরীয় পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত একপ্রকারই গড়িয়াছে; তবে পুষ্প যাহার অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?

"কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। তেজসিংহ বাগানের ফুল ভাল বাসেন, বনফুল ভাল-বাসেন না। সেদিন রাত্রে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুঝি তুমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার বনের ফুল, এই জন্য বুঝি আমাকে কিছু দাও নাই? আমি বালিকা, সকল কথা বুঝিতে পারি না।

"আজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তার কাছে দুটী বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল, তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে একটী রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টী পাইয়াছি, কৈ রত্নটী ত পাই নাই।

"পুষ্প বলিল—অঙ্গুরীয় অপেক্ষা রত্নটী উজ্জ্বল। তবে আমার এই অঙ্গুরীয় রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র যাহাদ্বারা পাঠাইতেছি তাহার দ্বারা অঙ্গুরীয়ও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।

"পুষ্পকে রত্নটী ফিরাইয়া দিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু

সেটী অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই, আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট হইতে সেটী কাড়িয়া লইয়া থাক, পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।"

একবার, দুইবার, তিনবার, পুষ্প এই চিঠি পাঠ করিলেন। শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—নির্ব্বোধ বালিকা অঙ্গুরীয়টী সুন্দর দেখিয়াছিল, সেইজন্য চুরি করিয়াছিল।

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহের কার্য্য করিতে শিখিল না। সর্ব্বদা পর্ব্বত ও উপত্যকায় বেড়াইত, আর একাকী সেই হ্রদতটে বসিয়া গান করিত। পালের অন্যান্য ভীল-নারীগণ তাহাকে গালি দিত, তাহার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চপ্পনপ্রদেশে অনেকদিন অবধি নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যূষে, পথিকগণ কখন কখন সেই পর্ব্বতহ্রদের তীরে একটী রমণীর পাণ্ডু-মুখ ও উজ্জ্বল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিশ্রামশূন্যা, উদ্বিগ্না প্রেতকন্যা হইবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা।

প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।
অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুরভূন্ন পতিষ্যতঃ করসহস্রমপি॥

শিশুপালবধম্।

১৫৯৭ খৃঃঅব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়*। তাহার পর সম্রাট্ আকবর প্রায় আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; তিনি জীবিত থাকিতে মেওয়ার বিজয়ের আর কোন উদ্যম হয় নাই।

* যে ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হইল, সেই ইতিহাস হইতে প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে দুই একটা মন্তব্য এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Pertap succeeded to the titles and renown of an illustrious house, but without a capital, without resources, his kindred and clans dispirited by reverses: yet possessed of the noble spirit of his race, he meditated the recovery of Cheetore, the vindication of the honour of his house, and the restoration of its power. Elevated with his design, he hurried into conflict with his powerful antagonist, nor stooped to calculate the means which were opposed to him. Accustomed to read in his country's annals the splendid deeds of his forefathers, and that Cheetore had more than once been the prison of their foes, he trusted that the revolutions of fortune might co-operate with his own efforts to overturn the unstable throne of Delhi. The reasoning was as just as it was noble; but whilst he gave a loose to those lofty aspirations which meditated liberty to Mewar, his crafty opponent was counteracting his views by a scheme of policy which, when disclosed, filled his heart with anguish. The wily Mogul arrayed against Pertap his kindred in faith as well as blood. The princes of Marwar, Ambar, Bikaneer, and even Boondi, late his firm ally, took part with Akbar

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেওয়ার বিজয়ের উদ্যম করিতে লাগিলেন। প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ মৃত্যুকালে অমরসিংহকে চিরকাল দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া যান, অমরসিংহও মুমূর্ষু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের যতদূর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিলেন, জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্যের সহিত অমরসিংহ ষোড়শ বৎসর যুদ্ধে যুঝিলেন, মোগল-সৈন্য পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগরজীকে রাজ-

and upheld despotism. Nay, even his own brother, Sagarji, deserted him, and received, as the price of his treachery, the ancient capital of his race, and the title which that possession conferred.

But the magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pertap, who vowed, in the words of the bard 'to make his mother's milk resplendent ;' and he amply redeemed his pledge. Single-handed, for a quarter of a century did he withstand the combined efforts of the empire; at one time carrying destruction into the plains, at another flying from rock to rock, feeding his family from the fruits of his native hills, and rearing the nursing hero Umra, amidst savage beasts and scarce less savage men, a fit heir to his prowess and revenge. The bare idea that 'the son of Bappa Rawul should bow the head to mortal man,' was insupportable; and he spurned every overture which had submission for its basis, or the degradation of uniting his family by marriage with the Tatar, though lord of countless multitudes.

"The brilliant acts he achieved during that period live in every valley : they are enshrined in the heart of every true Rajpoot, and many are recorded in the annals of the conquerors. To recount them all, or relate the hardships he sustained, would be to pen what they would pronounce a romance who had not traversed the country where tradition is yet eloquent with his exploits, or conversed with the descendants of his chiefs, who cherish a recollection of the deeds of their forefathers, and melt, as they recite them, into manly tears. * *

পদে অভিষিক্ত করিয়া চিতোরে প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহ দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং মোগলের অধীন হইয়া চিতোরদুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রকে চিতোরদুর্গ দিয়া স্বয়ং জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া রোষে, অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন।

এতদিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্য ও অর্থনাশ হইতে লাগিল, তিনি বিজয়লাভ করিয়াও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, তাহা পূরণ করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যের যতদূর সাধ্য, অমরসিংহ ততদূর চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৬১৩ খৃঃঅব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাটের পুত্র সুলতান কুর্ম্মের নিকট তিনি অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে নিজ পুত্র

"It is worthy the attention of those who influence the destinies of states in more favoured climes, to estimate the intensity of feeling which could arm this prince to oppose the resources of a small principality against the then most powerful empire of the world, whose armies were more numerous and far more efficient than any ever led by the Persian against the liberties of Greece. Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the 'Ten Thousand' would have yielded more diversified incidents for the historic muse, than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Merwar. Undaunted heroism, inflexible fortitude that which 'keeps honour bright,' perseverance,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the fervour of religious zeal; all however, insufficient to contend with one unconquerable mind. There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap,—some brilliant victory, or oftner, more made glorious defeat. Huldighat is the Thermopylæ of Mewar; the field of Deweir her Marathon." *Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan.*

করুণকে সুলতানের সহিত আজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

সুলতান কুর্ম্ম (যিনি পরে শাহজিহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন) যুবরাজ করুণকে লইয়া আজমীরে যাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, ও যুবরাজ করুণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে আসন দিলেন, অনেক খিল্লৎ ও বহুমূল্য উপহার দান করিলেন, এবং সঙ্গে করিয়া রাজ্ঞী নুর্জ্জিহানের নিকট লইয়া গেলেন। নুর্জ্জহান নাম জগদ্বিখ্যাত, তিনি যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, সেইরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীকে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্য ও চতুরতায় বিমোহিত করিয়া রাখিতেন, অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

নুর্জ্জিহান যুবরাজ করুণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং খিল্লত, হস্তী, ঘোটক, অসি, প্রভৃতি নানাদ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন। সম্রাট্ ও রাজ্ঞী উভয়ে যতদূর সাধ্য যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রতাপসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; অমরসিংহ ও করুণ এক্ষণে স্বদেশের জায়গীরদার! আজমীরের মহা ধুমধামের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সমাদর ও সম্মানের মধ্যে, করুণের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, করুণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন!

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট্ করুণকে বিদায় দিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি করুণকে এই

সাক্ষাতে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ লক্ষ্য টাকার উপহার ও একশত দশটী অশ্ব ও পাঁচটী হস্তী দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সুলতান কুর্ম্ম অন্য উপহার দিয়াছিলেন।

করুণ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে চলিয়া গেলেন, দিনের ধূমধাম শেষ হইল। রজনীতে জাহাঙ্গীর নুর্জ্জিহানের নিকট যাইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন—করুণ কখনও সম্রাটের সভা দেখে নাই, সেই জন্য লজ্জাশীল ও সর্ব্বদা নতশির।

লাবণ্যময়ী নুর্জ্জিহান তাঁহার একটী সুধার হাসি হাসিয়া পতির দিকে আয়তনয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—সম্রাট্, তাহা নহে, আমাদের সৈন্যবলে মেওয়ার অধীন হইয়াছে, কিন্তু চিরস্বাধীন শিশোদীয়দিগের এখনও অধীনতা অভ্যাস হয় নাই।

নুর্জ্জিহানের কথা যথার্থ। অমরসিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম যখন দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণ দিতে আসিলেন, অমরসিংহ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান কুর্ম্ম মানসিংহের ভাগিনেয়, রাজপুত মাতার পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানিতেন। তিনি অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন—আমি কেবল মহারাণার বন্ধুত্ব চাহি, আর কিছু চাহি না। মহারাণা আপন রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণ গ্রহণ করুন, আমি মেওয়ার প্রদেশ হইতে মুসলমান-সৈন্য সমস্ত বাহিরে লইয়া যাইব।

বিজিত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করে না। তথাপি মহারাণা বিজিত, এক্ষণে দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণবলে দেশ শাসন করিতে হইবে, এ কথা অমরসিংহ মনে স্থান দিতে পারিলেন না।

তিনি পিতার নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেন, ফর্ম্মাণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অমরসিংহ আপনার যোদ্ধাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, প্রমর ও শিশোদীয়, সকলে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তেজসিংহ উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশৎ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বালক গজপতিসিংহ * পিতার বীর্য্য অনুকরণ করিতে শিখিতেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতেছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর দ্বারদেশে সুলতান কুর্ম্ম উপস্থিত আছেন, মহারাণা যাইলে ফর্ম্মাণ দান করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্। অনেকক্ষণ পর সমস্ত যোদ্ধার সম্মুখে অমরসিংহ, পুত্র করণের ললাটে রাজটীকা দিলেন। কহিলেন—প্রতাপসিংহের পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইবেন না, অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিবেন না। যুবরাজ অদ্য হইতে রাজা হইলেন, আমি বৃদ্ধ, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলাম।

সেই দিন (খৃঃ ১৬১৬) অমরসিংহ রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকী নামক স্থানে যাইয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদণ্ড গ্রহণ করেন নাই।

সমাপ্ত।

* যাঁহারা গজপতিসংহের কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা "মাধবীকঙ্কণ" আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

ENGLISH WORKS
BY
R. C. DUTT, ESQ., C.I.E.

1. **Speeches and Papers on Indian Questions.** Containing his Congress Presidential Speech of 1899 and all the important speeches on Indian subjects delivered in various places in England and Scotland during the last four years of the century, 1897 to 1900. Also containing his essays on *Famines in India* and other subjects in the *Fortnightly Review* and other English Magazines. Also containing his papers on the *Mahabharata* and the *Ramayana* read before the Royal Society of Literature, his contributions on *Hindu Religion* and *Hindu Philosophy*, and his evidence before the Indian Currency Committee, President the Right Hon. Sir Henry Fowler M.P. The work contains within the brief compass of 334 pages all the important contributions of Mr. R. C. Dutt on various Indian questions during the four years of his residence in England, and should be in the hands of every student of Indian Politics. *Vol.* I. *Price Two Rupees only.* *Vol.* II. (in the press).
2. **Civilization in Ancient India,** Revised Edition, 2 vols, (Trübner's Oriental Series), 21*s*.
3. **Civilization in Ancient India,** Popular Edition, Verbatim reprint of Trubner's Series with illustrations Rs. 5.
4. **Ramayana**—*English Translation.* } *With Copperplate*
5. **Mahabharata**— " } *illustrations.*
6. **Famines in India**
7. **Lays of Ancient India,** Selections from Indian Poetry rendered into English Verse. 7*s*.6*d*
8. **England & India.**
9. **The Peasantry of Bengal,** *In preparation.*
10. **The Literature of Bengal,** Rs. 3.
11. **Rambles in India,** Rs. 2.
12. **Three Years in Europe,** 1868 to 1871 with accounts of visits to Europe in 1886 and 1893, Rs. 3.
13. **A Brief History of Ancient & Modern India,** cloth Rs. 1-10, paper Rs. 1-8.
14. **A Brief History of Ancient & Modern Bengal,** cloth Ans. 12, half cloth Ans. 10.

মাননীয় শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত বা প্রকাশিত

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ।

১।	বঙ্গবিজেতা,	কাপড়ে বাঁধাই	১॥৹
২।	রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা,	ঐ	১॥৹
৩।	মাধবী-কঙ্কণ, (যমুনায় বিসর্জ্জন),	ঐ	১॥৹
৪।	মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত,	ঐ	১।৹
৫।	সংসার,	ঐ	১॥৹
৬।	সমাজ	ঐ	১॥৹
৭।	ঋগ্বেদ-সংহিতা, মূল সংস্কৃতে প্রকাশিত	...	৩৲
	ঐ ঐ বঙ্গ অনুবাদ ...	...	৭৲

৮। হিন্দুশাস্ত্র, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত।

প্রথম ভাগ, বেদসংহিতা	...	১৲
দ্বিতীয় ভাগ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্	...	১৲
তৃতীয় ভাগ, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র ...	...	১৲
চতুর্থ ভাগ, ধর্ম্মসংহিতা	...	১
পঞ্চম ভাগ, ষড়্‌দর্শন	...	১৲
উপরিউক্ত পাঁচ ভাগ একত্রে কাপড়ে বাঁধাই		৫৲
ষষ্ঠ ভাগ, রামায়ণ	...	১৲
সপ্তম ভাগ, মহাভারত	...	১৲
অষ্টম ভাগ, অষ্টাদশ পুরাণ ...	...	১৲
নবম ভাগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...	...	২৲
উপরিউক্ত চারি ভাগ একত্রে কাপড়ে বাঁধাই		৫৲

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ প্রণীত বিশেষরূপে প্রশংসিত নাটকাদি।

রমা (নূতন ধরণের নাটক) ...	...	৸৹
সখের জলপান (হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্য)	...	।৶৹
মধুর মিলন (মিলনান্ত নাটক) ...	...	৸৹